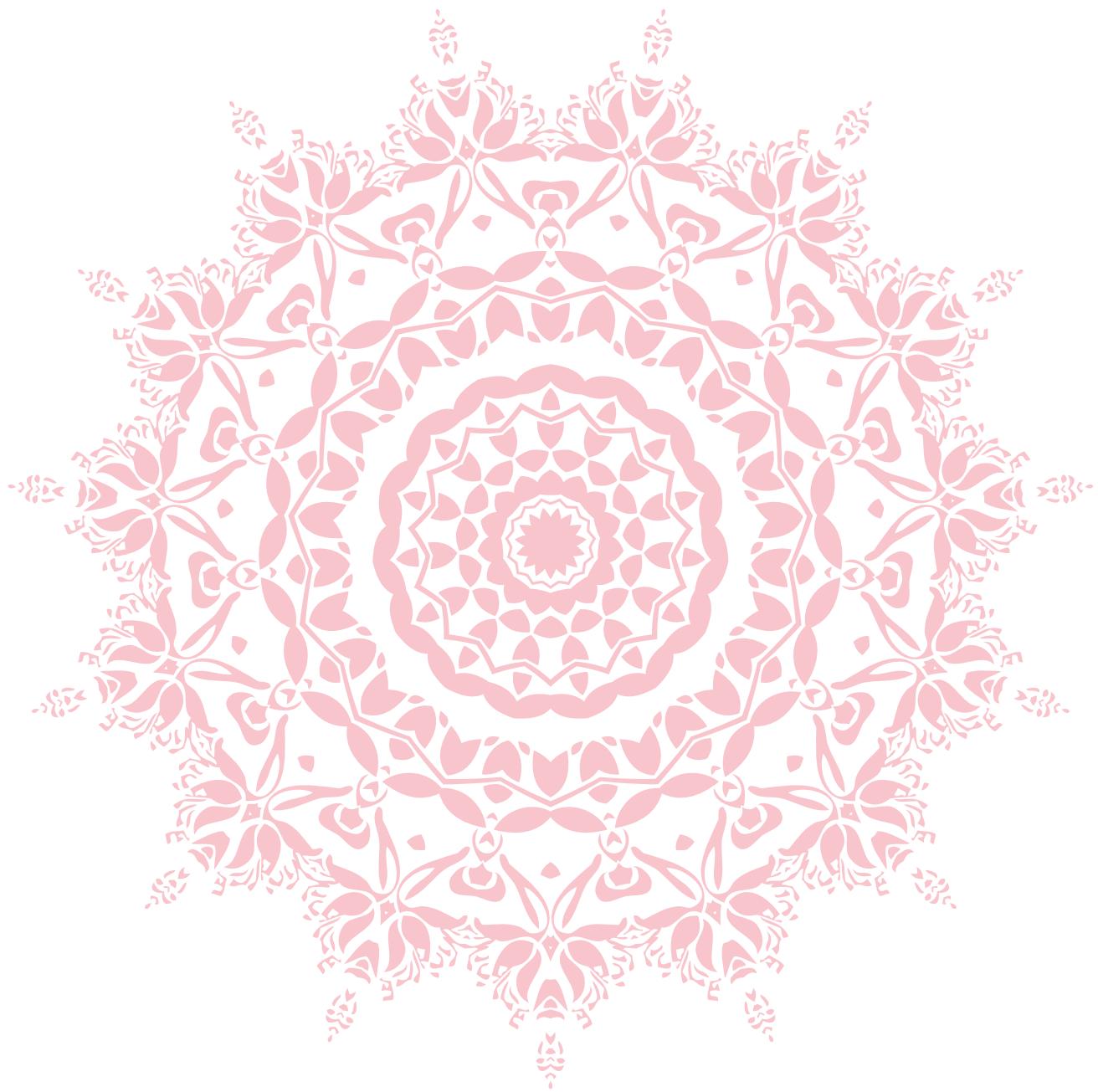


ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ





# Messages

# শুভেচ্ছাবর্তা



প্রফেসর শিবাজি বন্দোপাধ্যায়  
ডিরেক্টর, এন.আই.টি শিলচর

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বসন্তের শেষে নববর্ষ আমাদের জীবনে নতুন সংকল্প নিয়ে আসে। অসমে বঙালী বিহু বা বহাগ বিহু উৎসবের আনন্দ নিয়ে আসে। বাঙালিদের কাছে নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ সকলের কাছে ভারী আনন্দের দিন। ব্যবসাবাণিজ্য দোকানগুলিতে ঐদিন হালখাতা উৎসব হয় মনিপুরে চেয়রাওবাতে ঘরদোর পরিষ্কার করে নতুন কাপড় পরে উৎসব পালিত হয়। মহারাষ্ট্রে মিষ্টিমুখ, আম আর নিমের মালা সহযোগে গুড়ি পাড়া পালন করা হয়। ঐদিন ছত্রপতি শিবাজী রবিজয়উৎসব উদযাপিত হয়। অন্ন প্রদেশ, তেলাঙ্গানা আর কর্নাটকাতে উগাদি উৎসবের মধ্যে দিয়ে নববর্ষ পালিত হয়। উত্তর ভারতে বিশেষত বৈশাখী উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন বছরের সূচনা হয়। জুড়ে শীতল উদযাপিত হয় মৈথিলী নববর্ষ উপলক্ষে। আবার কেরালাতে আলোর রোশনাই তে ভরে ওঠে ভিশু উৎসব।

তবে নাম যাই হোক না কেন, সব অনুষ্ঠানের মূলসূর এক ই। সকলে জীর্ণ পুরাতনকে ফেলে নতুন উদ্যমে নতুন পোশাকে সৈরকে অর্ধ্য নিবেদন করে নাচগান আনন্দের মধ্যে দিয়ে নববর্ষকে আবাহন করে। আর বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এই মূলসূরটাকে ধরে রাখতেই ঐ ক্ষতানের এই আয়োজন, যার সাফল্য কামনা করি।

গত দু বছরের করোনা আতঙ্কের অন্ধকার রেশ কেটে গিয়ে আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। আর তাই এবছরের নববর্ষ সর্বাংশেই বিশেষ হয়ে উঠেছে। বসন্তের চারদিকে ফুলের সমারোহ বিফল হয়ে যায় হোস্টেল গুলিতে প্রাণের ক঳োল না থাকলে। আবার ক্যাম্পাস এর পথেপথে ছাত্রছাত্রীর পথচলা শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ বহন করে।

আজ তাই সবাইমিলে প্রার্থনা করি অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে আমাদের যাত্রা যেন সফল হয়। দুঃখ দুর্দশা যাই আসুক না কেন আমরা যেন শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত না হই। এই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হোক। নতুন বছর সকলের শান্তি সাফল্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

“অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ  
ওম মৃত্যর্মা অমৃতমঃ গময়ঃ শান্তি শান্তি ওম”

# Message



**Professor Sivaji Bandyopadhyay**

Director, NIT Silchar

Indian New Year is celebrated in different corners of India in different ways. In Assam, Rongali or Bohag Bihu is celebrated to celebrate the beginning of the Assamese New Year. People wear new clothes and enjoy in the New Year with Bihu songs and dancing. PoilaBoisakh is celebrated by Bengalis with new dresses and special Bengali dishes. Family gettogether makes it specially attractive. The shops and business are started with New Year HaalKhataUtsab. Cheiraoba is the Manipur NewYear when people clean and decorate their houses and prepare special festive dishes which are first offered to various deities.

Baisakhi is the harvest festival celebrated across entire North India, specially in Punjab. GudiPadwa is celebrated in Maharashtra with sweets,garlands made of neem and mango. It symbolises the victory of Chhatrapati Sivaji over his enemies. Ugadi is celebrated in Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka on the first day of the Hindu calendar month of Chaitra. People enjoy it with new dresses and sweets.

Vishu festival is celebrated in Kerala with marvellous fireworks. I may be pardoned if I missed one or two. But the most important part is that in different corners of India people celebrate theirnew year in April with similar kind of enjoyment. And this is reflected by Oikyotaan which echo the music of Unityin diversity in India. This is our India.

This year Naboborsho is something special after two long years of Covid stress.We are now coming out of the darkness towards light. Spring has returned to the campus as the students have returned to the campus which bring a special joy in our life. Let us pray for moving to truth from untruth, from darkness to light,from death to immortality and let peace prevails everywhere. I wish success and prosperity of all on the occasion of New Year celebration.

ॐ असतो मा सद्गमय ।  
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।  
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।  
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥"

# Message



I am glad to pen for this wonderful magazine as an appreciation of the commendable efforts put forth by the team for its second edition. The efforts taken to bring about diverse content are appreciable. It is indeed a happy moment for our team “OIKYOTAAN” as the students have successfully brought out the second edition of “BORNOMALA” for the year 1429 (As per the Indian calendar). I heartily wish that this year brings to you more strength and more dedication. My greetings to the editorial board to keep up the excellent work.

**Dr. Wasim Arif**  
Faculty Convenor





# *Editorial*

# মুখবন্ধ

বাংলা নববর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে বসন্ত ঋতুর অন্তিম মাস চৈত্রের অবসানে বৈশাখের সুচনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। বর্ষবরণের অনাবিল আনন্দে উদ্বাসিত বাঙালির জীবন পুরাতন বছরের সকল দুঃখ ও গ্লানির কথা ভুলে নতুন করে বাঁচার আশায় বুক বাঁধতে থাকে। সমগ্র একটি বছর ধরে মানুষের জীবনে যে মানসিক ক্লাস্টি, গ্লানি ও হতাশা জন্ম নেয় সেগুলি থেকে মুক্তির পথ রচনাতেই উৎসবের সার্থকতা। বাঙালির নববর্ষ উদযাপন এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয়।

সেখান থেকেই আমাদের আমাদের উদ্দ্যোগ "ঐক্যতান"। সমস্ত গ্লানি ভুলো, নতুনের সাথে ঐক্যের সুরে আবদ্ধ হওয়ার আশাতে বুক বেধে আমাদের এই আয়োজন। যেহেতু মানবজাতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের সাথে অগ্রসর হচ্ছে, আমরাও সাংস্কৃতিক শিকড় এবং ভূমির স্বতন্ত্রতা, বিশেষ করে মাতৃভাষার সাথে আমাদের সম্পর্ক সুরক্ষিত করতে আমাদেরও উচিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আমাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী রীতি-নীতির প্রসার ও প্রচারের পাশাপাশি, প্রজন্ম হিসেবে আমাদের এগুলো পালনের দায়িত্ব নিতে হবে।

"বর্ণমালা", শব্দটির মাঝেই মিশে আছে একদম মূলের ছোয়া। বাংলা বর্ণমালাকে পুঁজি করেই আমাদের আয়োজন এই পত্রিকা "বর্ণমালা"। পত্রিকাটি সব ধরণের লেখক এবং শিল্পীদের তাদের নিজ নিজ সাহিত্য দক্ষতা এবং মনোমুগ্ধকর শিল্পকর্ম নিয়ে আসার একটি মঞ্চ। "বর্ণমালা"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ সংকলনের সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সবার মনের ভাবকে ফুটিয়ে তোলার এবং পাঠকদের কাছে তা পৌঁছে দেবার। আমরা অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ পাঠকদের কাছ থেকে সর্বদা সমালোচনাকে স্বীকার করব। এছাড়াও, সমস্ত লেখক, শিল্পী, সহ-সম্পাদকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা যারা লেখ সংগ্রহ থেকে শুরু করে পত্রিকাটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলার কাজে অঙ্গান্ত পরিশ্রম করেছেন। এছাড়াও ঐক্যতান এর পুরো টিম যারা বর্ণমালার এই সংস্করণটিকে একটি দুর্দান্ত করে তুলেছে। আগামী বছরগুলিতে আমাদের সংস্কৃতির দীপ্তি ও সমৃদ্ধির স্বাদ নিতে এবং আরও উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য কামনা করছি। নববর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালির বাঙালিত্ব বিশ্বায়িত হোক, নববর্ষে বাঙালিত্ব এবং বাঙালি সংস্কৃতির পবিত্র উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জীবনের সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে নতুন বছর ভরে উঠুক নতুন জীবনের আশার আলোয়।

# বাংলা থেকে বাংলা

ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ বাংলা সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র সাহিত্যের মাধ্যমে উঠে আসে জনীজবনকে আকড়ে ধরে। পৃথিবীতে এমন কোনো মানব জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না যে জাতির সাহিত্য নেই। তেমনি আমাদেরও আছে সাহিত্য। আমরা বাঙালি। বাংলা আমাদের ভাষা। আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলায় লিখি। তাই আমাদের সাহিত্যের নাম বাংলা সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস এবং তা ঐতিহ্যময়। ভাষা ও সাহিত্যের সাথে একটি বিরাট ঘোগসূত্র রয়েছে। সাহিত্য ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এবং তা সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় অসংখ্য ধারায় মিলিত হয়ে ভাষার পরিবর্তন ঘটায় ও আরও বেশি মার্জিত করে। ফলে ভাষার সমৃদ্ধি ঘটে। অন্য সব কিছুর মতো ভাষাও জন্ম নেয়। বিকশিত হয়, কালে কালে রূপ বদলায়।

আজ যে বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, কবিতা লিখি, গান গাই, অনেক আগে এ-ভাষা এ রকম ছিল না। তাইবাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রথমত জানতে হবে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব। অন্য দিকে ড. সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে। এ ছাড়া আয়ারল্যান্ডের খ্যাতিমান ভাষাতত্ত্ববিদ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন মনে করেন, মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষার প্রথম বই চর্যাপদ। আমরা অনেকে পড়তে পারব না। অর্থ তো একবিন্দুও বুঝব না। যার অনেক শব্দ আজ আর কেউ ব্যবহার করে না। সে ভাষার বানানও আজকের মতো নয়। কিন্তু চর্যাপদ এ যে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়, তা তো এক দিনে হয়নি। হঠাৎ বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়ে এসে কবিদের বলেনি, ‘আমাকে দিয়ে কবিতা লেখো’, বাংলা ভাষা আরো একটি পুরনো ভাষার ক্রম বদলের ফল।

এই পুরনো ভাষাটির নাম ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা’ মানুষের মুখে মুখে বদলে পরিণত হয়েছে বাংলা ভাষায়। ভাষা বদলায় মানুষের কষ্টে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা দিনে দিনে বদলে একসময় হয়ে উঠে বাংলাভাষা।

তারই ধারাবাহিকতায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা পরিবর্তিত হয়ে রূপ নেয় ‘পালি’ নামক এক ভাষায়। পালি ভাষায় বৌদ্ধরা তাদের ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য নানা রকমের বই লিখেছে। পালি ভাষা ক্রমে আরো পরিবর্তিত হয়। তার উচ্চারণ আরো সহজ-সরল রূপ নেয় এবং জন্ম নেয় ‘প্রাকৃত ভাষা’। প্রাকৃত ভাষা আবার বদলাতে থাকে, অনেক দিন ধরে বদলায়। তার পর দশম শতকের মাঝ ভাগে এসে এ প্রাকৃত ভাষার আরো বদলানো একটি রূপ থেকে উদ্ভব হয় একটি নতুন ভাষা, যার নাম বাংলা।

বাংলা ভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা বংশের অন্তর্গত। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শ' বছর পূর্বে এ মূল ভাষা বংশের অস্তিত্ব ছিল। এ ভাষা আমাদের। ক্রমে এ ভাষা সাহিত্যে নানা পরিবর্তন, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে। অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যে নিজেদের নানামুখী পরিচয় দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে করেছেন গৌরবান্বিত। তাই আজকের বাংলা সাহিত্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে বিশ্ব সাহিত্যের পরিমণ্ডলে পরিচিতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সন্তান জন্ম থেকে এ পর্যন্ত সময়কালকে তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম ভাগ হচ্ছে প্রাচীন বা আদিযুগ। দ্বিতীয় ভাগ মধ্যযুগ ও শেষ ভাগ হচ্ছে আধুনিক যুগ। এ তিন যুগের কবি সাহিত্যিকদের লেখা সাহিত্যই হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক সময়ের সঙ্গতি ও দাবিতে, এ নান সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল হলো বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ। এ যুগের নির্দশন চর্যাপদ ওই সময়ের

মধ্যেই রচিত হয়েছিল, এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, কবি লুইপাদ, কবি চাটিল্পাদ, কবি ভুসুকপাদ, কবি কাহসুকপাদ, কবি ডাষ্পিপাদ, কবি শান্তিপাদ প্রমুখ।

মধ্যযুগ যে সময়েই শুরু হোক না কেন, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে যে এর সমাপ্তি ঘটেছে এতে কারো দ্বিমত নেই। মধ্যযুগের অন্যতম নিদর্শন বাংলা পুঁথিসাহিত্য। এ সময় প্রচুর গীতিকাব্য, কাহিনীকাব্য রচিত হয়েছে। এ সময়ের কবি হলেন বড় চণ্ডিদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বিজয় গুপ্ত, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, ভারত চন্দ্র, আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, কাজি দৌলত প্রমুখ। মধ্যযুগের নিদর্শন ‘মঙ্গলকাব্য’, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ ইত্যাদি। কবি বড় চণ্ডিদাস, মধ্যযুগের প্রথম কবি। তার কাব্যের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। এটি মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন। বৈষ্ণব ধর্মত নিয়ে লেখা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী নামে একধরনের পদ বা কবিতা। এতে চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখের মতো অনেক কবি খুব উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দান করেছেন।

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ও বিস্তার ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে শুধু কবিতা। ১৮০১ সাল থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য রচনার প্রচলন শুরু হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকরা সুপরিকল্পিতভাবে বিকাশ ঘটান বাংলা গদ্য সাহিত্যের। তাদের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি। কেরির সহযোগিতায় ছিলেন রামরাম বসু। উনিশ শতকের প্রথম পাঁচ শতক কেটেছে সদ্য জন্ম নেয়া গদ্য সাহিত্য চর্চায়। বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ ভঙ্গিতে রচনা করেছেন গদ্য। ফলে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি ব্যাপকভাবে রচিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিকরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, প্যারীচান্দ সিংহ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বক্ষিমচন্দ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ, কায়কোবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদসহ আরো অনেক। এসকল গুণী মানুষের সংস্পর্শে বাংলা ভাষা পেয়েছে অনন্য এক ধারা।

বাংলার মানুষের জনজীবনের দুঃখ, দুর্দশা, শিল্প, সমাজ বাস্তবতা, রাজনীতি, মানুষের অধিকার, হাসি, আনন্দ অতি নিখুঁতভাবে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে তাদেরই হাত ধরে। ফলে সমাজ সংস্কারনে বাংলা সাহিত্যের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক যুগের গদ্য লেখক হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্ষ্মা, রাজা রামমোহন রায়, তিনিই সর্বপ্রথম সাধুভাষায় বেদান্ত গ্রন্থ রচনা করেন ১৮১৫ সালে। গদ্যের মাধ্যমে সাহিত্যে আসে বৈচিত্র্য। প্রথম উপন্যাস লেখেন প্যারীচান্দ মিত্র, টেকচান্দ ঠাকুর, উপন্যাসের নাম ‘আলালের ঘরে দুলাল’। আধুনিক কালের একজন মহান প্রতিভার অধিকারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি ‘মেঘনাদবধ’ মহাকাব্য রচনা করেন। তার হাতে আমরা প্রথম মহাকাব্য পাই, পাই সনেট, ট্র্যাজেডি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবক্তা ও ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রানের সঞ্চার ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে গেছেন অনন্য মাত্রায়। তিনি মুক্তক ছন্দের প্রবক্তা। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য হাজারো বছরের বেশি হলেও বিগত দেড় শ' বছর ধরে এর বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪ সালে চলিত ভাষার সংগ্রাম শুরু করেন, যা বর্তমান সময়ে ব্যাপক প্রচলিত। আধুনিক বাংলা ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্য তার উৎকর্ষের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোর অন্যতম বলে বিবেচিত হয় আধুনিক যুগে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অসংখ্য কৃতিমান কবি সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আধুনিক যুগের কবিদের হাতেই আবিস্তৃত হয়েছে কবিতার লিখিত ব্যাকরণ।

সেই হাজার বছর পুরানো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তার ও প্রসারের ধারক ও বাহক আমরা। তাই চাই শুন্দ বাংলা চর্চা ও তার প্রয়োগ। বেড়ে উঠুক আমার আপনার প্রানের ভাষা, আপন গতি-লয়ে।

# বাংলার উপভাষা

মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা, মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ বাগানভ্রে সাহায্যে যে অর্থবোধক ধ্বনি ও ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে তাকেই বলা হয় ভাষা। কিন্তু একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে সব মানুষের কাজ চলে না। এক এক ধরনের ধ্বনিসমষ্টি ও ধ্বনিসমাবেশ বিধিতে এক একটি জনগোষ্ঠী অভ্যন্ত। অর্থাৎ এক একটি ভাষা এক একটি জনসমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ মাধ্যম। এক একটি বিশেষ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপের ব্যবহারকারী জনসমষ্টিই হলো এক একটি ভাষা সম্প্রদায়। উপভাষা হচ্ছে একটি ভাষার অস্তর্গত এমন বিশেষ বিশেষ রূপ বা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত যার সঙ্গে প্রমিত ভাষা কিংবা

সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগধারাগত পার্থক্য আছে। ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক; শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত। পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষায়ই রয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য - আঞ্চলিক উপভাষা। বাংলাভাষায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা ভাষায়ও প্রধান পাঁচটি উপভাষা রয়েছে। বাংলার পাঁচটি প্রধান উপভাষা যথাক্রমে : রাঢ়ী, বঙ্গলী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী ও কামরূপী বা রাজবংশী।

**১. রাঢ়ী উপভাষা:** রাঢ়ী উপভাষার প্রচলন স্থান প্রধানত: মধ্য পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিম রাঢ়ী-বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া, পূর্ব রাঢ়ী - কলকাতা, চবিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ। অতএব বলা যায় যে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমের প্রত্যন্ত অঞ্চল বাদে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রায় সমগ্র অংশই রাঢ়ী উপভাষাভুক্ত অঞ্চল। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে রাঢ়ীতে ই, উ, ক্ষ এবং ঘ-ফলা ঘৃন্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ' এর উচ্চারণ হয় 'ও'। অভিশ্বাসিত ব্যাপক ব্যবহার এই উপভাষার একটি অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রাঢ়ীতে স্বরসঙ্গিতির ফলে শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত বিষম স্বরধ্বনি সম স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। নাসিক্যীভবন এবং স্থতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতাও এ উপভাষায় দেখা যায়। 'ল' ধ্বনি কখনো কখনো 'ন' ধ্বনিরপে উচ্চারিত হয়। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে -'দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন- ছেলেদের, বালকদের, মেয়দের ইত্যাদি। সাধারণত সকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে- মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। রাঢ়ীতে গৌণ কর্মে 'কে' বিভক্তি ও মুখ্য কর্মে শুন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। রাঢ়ীতে সম্প্রদান কারকেও 'কে' বিভক্তির ব্যবহার করা হয়। যেমন - দরিদ্রকে অর্থদান করো। অধিকরণ কারকে 'এ' এবং 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন - ঘরেতে দ্রম এলো গুণগুণিয়ে।

**২. বঙ্গলী উপভাষা:** বঙ্গলী উপভাষার প্রচলন স্থান প্রধানত পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বারিশাল, খুলনা, যশোর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে শব্দমধ্যে অবস্থিত 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে আসে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অপনিহিতি। বঙ্গলী উপভাষায় এই অপনিহিতির ফলে সরে আসা স্বরধ্বনি রক্ষিত আছে। শব্দের আদিতে 'এ' থাকে 'অ্যা' উচ্চারণ হয়। শব্দের আদিতে অবস্থিত ও-কার উ-কারে পরিণত হয়। শব্দের আদিতে ও মধ্যে 'হ' স্থানে 'অ' উচ্চারিত হয়। তাড়িতধ্বনি 'ড়' কম্পিতধ্বনি 'র'-রূপে উচ্চারিত হয়। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে কর্তৃকারকে (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কর্তৃতা) 'এ' বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগ। সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি হিসেবে 'লাম' ব্যবহৃত হয়। মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হিসেবে 'উম' ও 'মু' ব্যবহৃত হয়। অসমাপিকা লর সাহায্যে গঠিত ঘোণিক ক্রিয়ার সম্প্রস্কালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে এবং অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে।



**৩. বরেন্দ্রী উপভাষা:** বরেন্দ্রী উপভাষার প্রচলন স্থান প্রধানত : উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা। উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাঢ়ীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, কারণ এ দুটি প্রথমে একটি উপভাষাই ছিলো। পরে উত্তরবঙ্গের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা বঙ্গলীর ও বিহারের ভাষা বিহারীর প্রভাব পড়ায়, উত্তরবঙ্গের ভাষার কিছু স্বতন্ত্র গড়ে উঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বরেন্দ্রীর স্বরধ্বনি অনেকটা রাঢ়ীর মতো। অনুনাসিক স্বরধ্বনি রাঢ়ীর মতো বরেন্দ্রীতেও রক্ষিত আছে। শব্দের আদিতে 'অ' ধ্বনি 'র' তে বদলে যায় এবং 'র' লোপ পায়। রাঢ়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত অত্থাখনি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে অতীতকালে ক্রিয়াপদের প্রথম পুরুষে 'ল' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে কখনো-কখনো 'ত' বিভক্তির ব্যবহার হয়।

যায় এবং 'র' লোপ পায়। রাঢ়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত অত্থাখনি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে অতীতকালে ক্রিয়াপদের প্রথম পুরুষে 'ল' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে কখনো-কখনো 'ত' বিভক্তির ব্যবহার হয়।

**৪. ঝাড়খণ্ডী উপভাষা:** ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রচলন স্থান প্রধানত : দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ (মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে অনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার এ উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন: চঁ, আঁটা ইত্যাদি। 'ও'-কারের 'অ'-কার প্রবণতাও ব্যাপক। শব্দ মধ্যবর্তী অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নামধাতুর বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডী উপভাষার আরোও একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিকরণ কারকে 'কে' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায় ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার। বহুবচনে 'গুল' ও 'গুলান' এর ব্যবহার। যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আঁ' ধাতুর পরিবর্তে 'বট' ধাতুর ব্যবহার। কখনো কখনো দেখা যায়। বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে নেতৃবাচক বাক্যে নেওয়ার অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে।

**৫. কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা:** কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষার প্রচলন স্থান প্রধানত : উত্তর-পূর্ববঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহাট্ট, ত্রিপুরা)। কামরূপী উপভাষার সঙ্গে বরেন্দ্রীর সাদৃশ্য খুবই কম বরং কামরূপীর সঙ্গে সাদৃশ্য বেশী বঙ্গলী উপভাষার। কামরূপী হলো কামরূপের (আসমের) নিকটবর্তী বঙ্গলীরই রূপান্তর। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বঙ্গলীর মতো কামরূপীতেও 'ড়' হয়েছে 'র' এবং 'চ' হয়েছে 'রং'। কিন্তু এই প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায় না। কোচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' অপরিবর্তিতই আছে। যেমন-বাড়ি। রাঢ়ীতে যেমন সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে কামরূপীতে তেমন নয়, কামরূপীতে শ্বাসাঘাত শব্দের মধ্যে এবং অন্তেও পড়ে। 'ও' কখনো-কখনো 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। তবে এই প্রবণতা সর্বত্র সুলভ নয়। যেমন- কোচবিহার, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে 'কোন' উচ্চারণই প্রচলিত। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তি হয়। যেমন-ঘরেত(ঘরে), বনেত(বনে) ইত্যাদি। কর্মকারকে 'রে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন-তারে, চাকরে ইত্যাদি। উত্তম পূর্ণয়ের একবচনের সর্বনাম হলো- মুই, হাম।

এছাড়াও, এলাকাভিত্তিক কিছু উপভাষা যেমন- সিলেটী উপভাষা, চাঁটগাঁইয়া উপভাষাও খুব প্রচলিত।

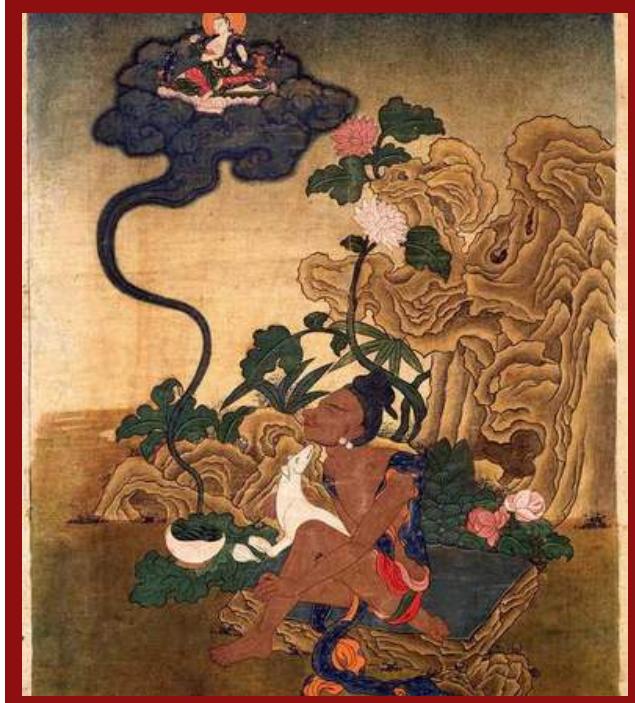
# From চর্যাপদ to টাঁদের পাহাড়

## A brief history of Bangla literature

“ I read Rabindranath every day, to read one line of his  
is to forget all the troubles of the world. ”

- W.B Yeats

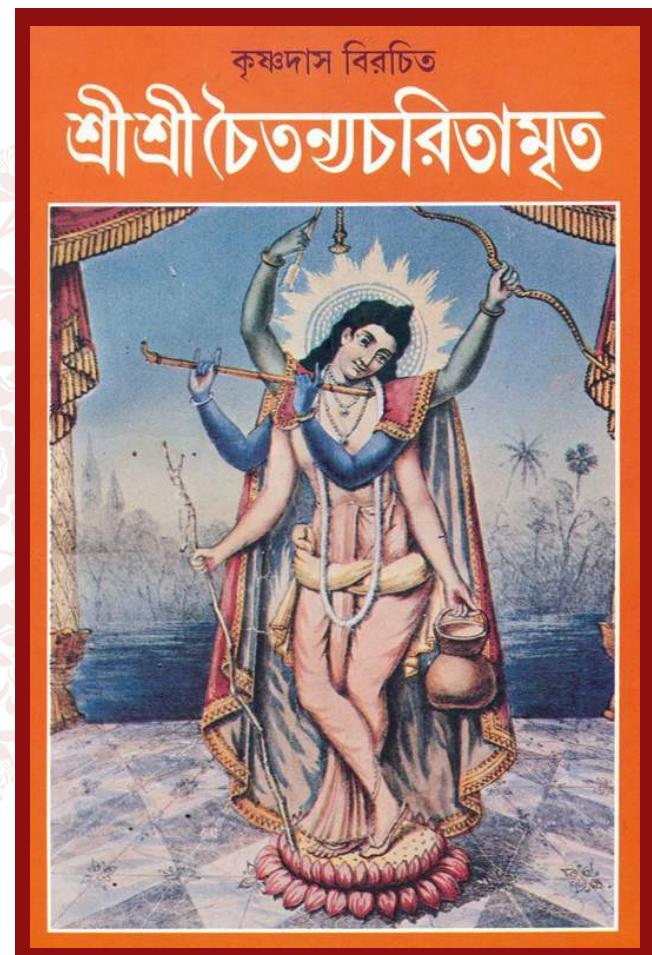
Bangla - our beloved mother language, is an ancient one - one that has developed over thousands of years. Having developed from a form of Prakrit or Middle Indo-Aryan language, to finally materialise from the Apabhramsa-Avahatta in the 10th century, the modern-day Bengali script has been derived from the Brahmi alphabet of the Ashoka's inscriptions.



The earliest extant work in Bengali literature is the Charyapada, a collection of 47 Buddhist ancient spiritual hymns.

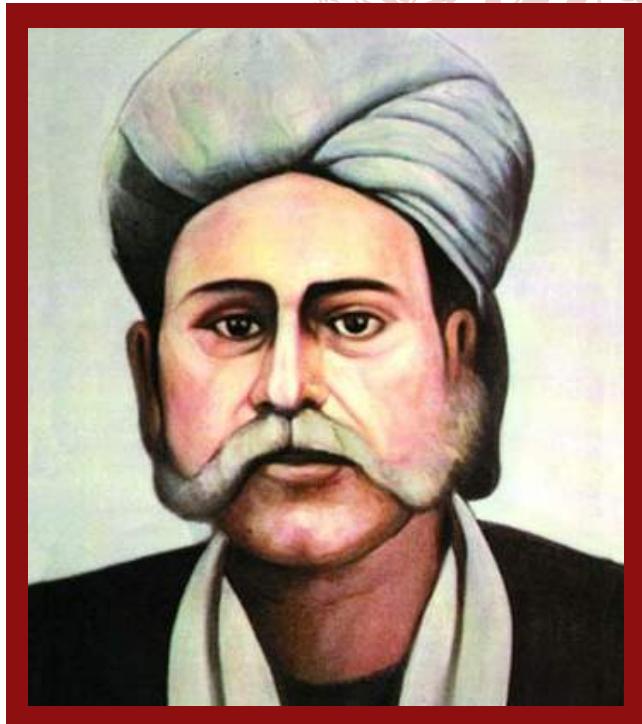
The earliest extant work in Old Bengali literature is the Charyapada, a collection of 47 Buddhist spiritual hymns, dating back to the 10th and 11th centuries. The legendary Bengali linguist Harprashad Shastri had chanced upon the palm leaf Charyapada manuscript in the Nepal Royal Court Library in 1907. The Charyapada hymns are of great linguistic and literary value.

The Mediaeval Bengali Literature period dates from the 15th to 18th centuries. Around this time, literature in vernacular Bengali began to take shape.



During the Chaitanya era (1500-1700), Shri Chaitanya Mahaprabhu not only introduced the Gaudiya school of Vaishnavism to Bengal, but also inspired many to write accounts of his life, including Govindadas Karmakar's Govindadaser Kadacha, Jayananda's Chaitanya Mangal, and Krishnadas Kaviraj's Chaitanya Charitamrita, which is considered to be one of the most prominent accounts of the life of Chaitanyadev, expressed in simple language.

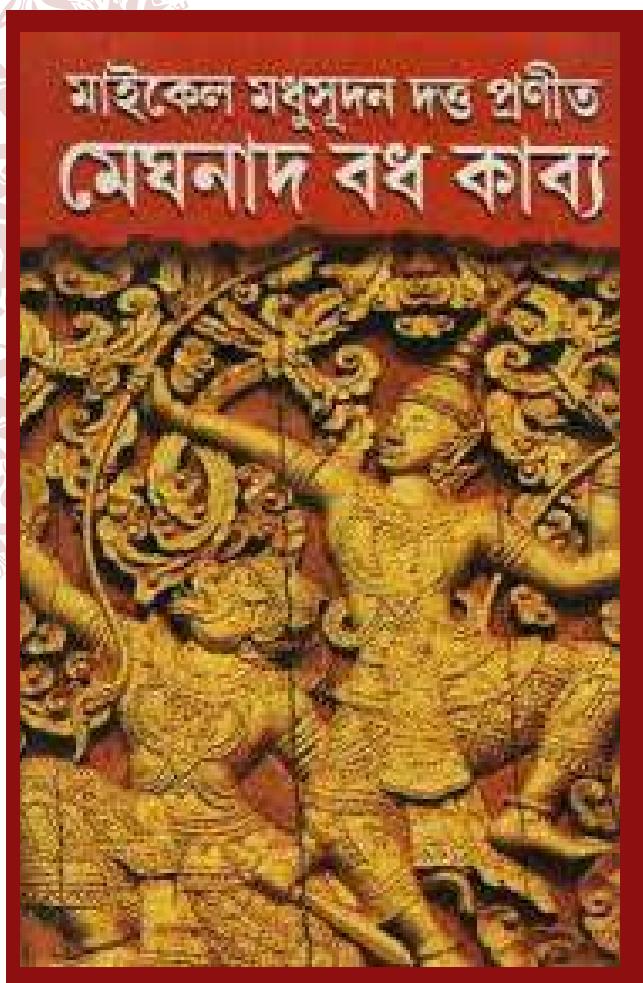
Lalon Shah or Lalon Fakir, who lived in Kushtia in the 1800s, was a prominent Bengali philosopher and Baul saint who rejected all distinctions of caste and creed - a message that continues to be preached through his Baul minstrels to this day.



Hason Raja's poetry continues to be celebrated in rural as well as urban Bengal even today. His unique style of music and poetry made him one of the most notable figures in Bengali folk culture.

Both Lalon Shah and Hason Raja are prominent Bengali folk icons.

Michael Madhusudan Datta's first epic Tilottama Sambhab Kabya was the first Bengali poem written in blank verse. His magnum opus, Meghnadbad-Kabya is also completely in blank verse



Bankim Chandra Chatterjee was considered one of the leading Bengali novelists of the 19th century - whose first novel Durgeshnandini was considered a benchmark in the history of Bengali literature.



### ĀNANDAMĀTH, or THE SACRED BROTHERHOOD

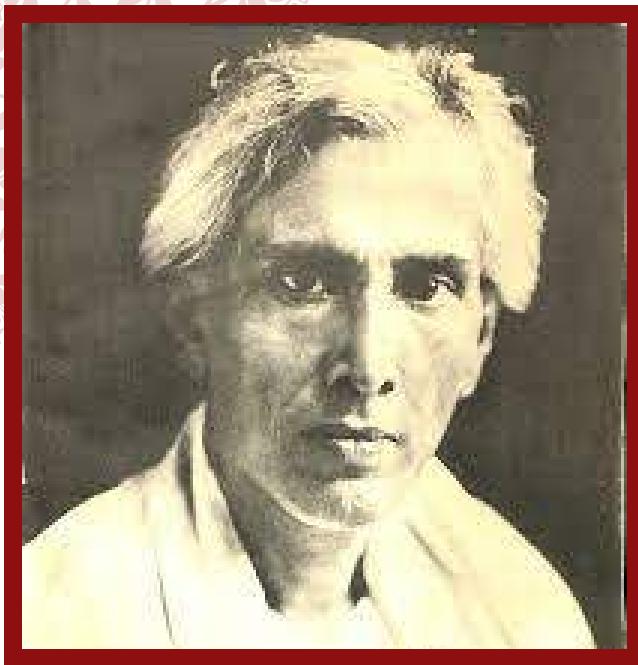


Bankimcandra Chatterji

Bankim Chandra Chatterjee's Anandamath contains Vande Mataram, the national song of India

He is credited for writing Vande Mataram, the national song of India, which appears in his novel Anandamath. Today, the Bankim Memorial Award is the highest literary award which is given by the Government of West Bengal.

Gurudev Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam are the most well-known prolific writers of Bengal in 20th century. Gurudev Tagore is celebrated as the writer of both India's national anthem, Jana Gana Mana and Bangladesh's Amar Shonar Bangla as well as being a source of inspiration for the Sri Lanka Matha and similarly the Bidrohi Kobi Kazi Nazrul Islam, whose compositions form the avant-garde music genre of Nazrul Geeti, is celebrated as the national poet of Bangladesh.



The celebrated author, Sarat Chandra Chatterjee, wrote novels, novellas, and stories. Shrikanta, Charitrahin, Devdas, Grihadaha, Dena-Paona and Pather Dabi are among his most popular works.

The two famous sleuths in Bengali literature - Feluda and Byomkesh Bakshi, were created by Satyajit Ray and Sharadindu Bandyopadhyay respectively. The Feluda and Byomkesh Bakshi stories have been adapted into several television series, radio programs, audio dramas, films, and video games - and have become a global phenomenon.



In recent times, Bangla literature has been undergoing a Renaissance in the form of the Prakalpana Movement. Prakalpana literature (literally, 'proper imagination') is an artistic effort to take literature beyond boundaries - sometimes even beyond words. Along with words, graphics, paintings, photos, artworks, cartoons and even graffiti are used in order to convey the idea. Chandan Kumar Bhattacharya, Dilip Gupta and Ashish Dev first initiated this style in Bengal.



The evolution of technology and the growth of mass media has facilitated the hastening of the pace of the cultural metamorphosis of Bangla literature - paving way for a framework encouraging greater participation of individuals as authors, and that too, with ever-increasing scope for creativity.



# Dialects of Bengali

The canvas of the Bangla language is painted with numerous shades, hues and colours. Different variants of Bangla are spoken by speakers across geographies, adding beauty and diversity to the sweet language. Here are some well-known dialects of Bangla.

## Sylheti

Sylheti, spoken by an estimated 11 million people, primarily in the Sylhet Division of Bangladesh, the Barak Valley and Hojai district of Assam, and North Tripura and Unakoti district of Tripura,

India. Sylheti is variously perceived as either a dialect of Bengali or a language in its own right. Finding place in a number of popular folk songs, Sylheti is tonal and features highly inflected verbs. An interesting fact about Sylheti is that it used to have its own script! It was traditionally written in its unique script called Siliti Nagri. This historical script fell out of usage in the mid to late 20th century, but it is experiencing a revival today.



## Varendri

North Central Bengali or Varendri is a dialect of the Bengali language, spoken in the Varendra region (primarily consisting of the Rajshahi Division in Bangladesh and the Malda division in India). Varendri was classified by two prominent Indian linguists; Suniti Kumar Chatterji and Sukumar Sen. It is also spoken in adjoining villages in neighbouring Bihar. Varendri is tonal, and its vocabulary and phonology have a great deal of influence from Maithili and other Bihari languages. Gambhira, a Bengali folk genre, originally evolved with this dialect. This dialect is famous in many Bengali dramas. A web series by Chorki named Shaaticup is created in this dialect.

## Rarhi/Western

West Bengali or Central Standard Bengali, simply known as Rāṛhī, is the dialect of Bengali language spoken in the southeastern part of West Bengal, in and around the Bhagirathi River basin of Nadia district and the Presidency division in West Bengal, as well as the Greater Kushtia region of western Bangladesh. Modern Standard Bengali has been formed on the basis of this dialect.

Some of its features include:-

Extensive use of Obhishruti.

E.g. old Bengali Koriya > Beng. Koira > Beng. Kore.

1. The change of অ to ও, when অ is the first sound of a word where the অ is followed by ই, ও, ক্ষ or য. For E.g. Ati (written অতি, means 'excess') is pronounced as Oti.

2. Use of vowel harmony. E.g. Bilati became Biliti.

## Dhakaiya

Dhakaiya Bengali is one of the most prominent spoken dialects of Bengali. It is a nonstandard dialect cluster of Bengali, spoken in most of Bangladesh and Tripura, as well as parts of Assam and Manipur, thus covering the majority of the land of Bengal and surrounding areas.

It includes most of the varieties in the eastern subgroup of Bengali-Assamese languages. Dhakaiya Bengali is often colloquially referred to by the exonym Bangal Bhasha in West Bengal due to its association with Bengals.

## Rangpuri

The Rangpuri dialect is a dialect spoken widely in the Northern part of West Bengal and the western Goalpara in Assam in India. Outside India also it is spoken in Bangladesh in a separate division called the Rangpur. The Rangpuri dialect is a branch of the

Bengali-Assamese from the Indo-Aryan language family. We know this dialect by a lot of names among which the most common ones are Bahe, Deshi Bhasha and Anchalit Bhasha. As per records, some 10.3 million people, mostly from the northwest of Bangladesh, mainly in the Joypurhat area of the Rajshahi division, and in the Dinajpur, Gaibanda, Lalmonihat, Nilphamari, Panchagar, Rangpur and Thakurgaon districts of the Rangpur division speak this dialect, though in India too about 476,000 speakers of Rangpuri in the northeast of India, mainly in the Darjeeling, Koch Bihar, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur districts of West Bengal state, and in the Dhubri and Kokrajhar districts of Assam state. This dialect is written using either Bengali alphabet or Devanagri alphabet.

## Manbhumi

The Manbhumi dialect originated from a place called Manbhumi in Eastern India. It is spoken mostly in the district of Purulia, the districts adjacent to West Bengal and Jharkhand. The Manbhumi dialect has a history of many great persons associated with it both in the Bengali as well as the Odia language. This dialect has a very rich history of numerous folk songs sung on various occasions. During the observance of the Tusu festival in the district of Purulia, parts of West Bengal and Jharkhand, Tusu songs are sung which are composed in the Manbhumi dialect. Moreover, Chhau, a prominent dance form accredited as an Intangible cultural heritage by UNESCO in 2009 is also always accompanied by Manbhumi songs.

## Sundarbani

The Sundarbani dialect is a variation of the Bengali-Assamese language from the Indo-Aryan family that is mostly spoken in the region belonging to the Satkhira district of Bangladesh and also the North & South 24 Paraganas districts of West Bengal. Though the dialect has a few similarities with dialects of neighbouring places, due to a lot of differences in common features between the Sundarbani and the Bangali, Rarhi dialects, hence the Sundarbani was classified as a separate unique dialect. The Sunderbani dialect is part of the local culture wherever it's spoken, especially in the folk songs and dances like Jhumur, Tarjagan, Manasa and many more. Whenever Sunderbans come into play in popular culture the Sunderbani dialect also gets a place and distinction of being different.

ବୀଜୀ ଫେରିଆ

# শুভ বাংলা নববর্ষ

মোঃ মিরাজুস সালেকিন অর্নব  
এন.আই.টি শিলচর

সকল অমঙ্গল বার্তা যাক ঘুচে,  
ধরায় নামুক মঙ্গলবার্তা বৃষ্টির মতন করে।  
নির্জীব জীবনে প্রাণ আসুক ফিরে,  
সকল প্লানি যাক মুছে।  
সকল অপূর্ণ শুভ আশা হোক পূর্ণ,  
সকল অমঙ্গল যাক ঘুচে।  
পূর্ব দিগন্তে নব সূর্য নিয়ে আসুক শুভ আশা,  
সকল অশুভ কাজ-কর্ম যাক ঘুচে।  
আসুক ফিরে নব দিগন্তে নতুন দিন নতুন আশা রূপে,  
সকল ক্লান্ত প্লানি দারিদ্র্যা যাক ঘুচে।  
ধরায় সুখ নামুক বৃষ্টি রূপে,  
হাস্যমুখে মুখর হোক নব দিগন্তের নতুন দিন নতুন সকল আশা রূপে।

## রিসাইকেল

আয়েশা আক্তার নিহাত  
ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়েটা  
সকালের রোদে চঞ্চলতা খুঁজতো।  
পনেরো তে খুঁজতো হাসি।  
যোলো তে ভীষণ প্রাণোচ্ছল।  
সতেরো তেই চাইতো ফাঁসি!  
আঠারোটা ভীষণ অগোছালো,  
জীবনের মানে কী?  
উনিশ এ নিজেকে গোছানো শিখলেও,  
দ্বিধা কাটে নি তখনও!  
বিশ এ পারদর্শী ভীষণ,  
আবেগ, মায়া, স্থায়িত্বের ডিফরেন্স এ।  
একুশ চলে যায় বিবেকের উপস্থাপনায়।  
বাইশ এ বাঁচে বাস্তবতায়।  
তারপর?  
ভেঙেচুরে চলে রিসাইকেল।

## অল্প-গল্প

আব্দুল রাজ্জাক আল মাসুম  
জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ

সাদা শাপলা ভালো, আরও ভালো নীলপদ্ম  
গোলাপ আর রক্তজবা, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া;  
ওসব ফুল রক্তরঙ্গা, ওদের কবিতা বন্ধ।

কবিতা হবে —

শিউলির মতো, ঘরে ঘাবে সকালে;  
বকুলের মালার মতো, গলে দিবে সকলে।  
মাছরাঙ্গা, চিলের ঠোঁট বড়; শুকুন্টাকেও দলে ধর  
ওরা বড় হিংস্র!  
দোয়েল, কোয়েল, শালিক বল; চড়ুই, ময়না, টিয়া আঁক —  
যারা খায় গুল্ম।

এই যে দেখ পিছিয়ে গেলাম, হলাম আমি শান্ত  
ভালোর ডেরায় থাকবে না ঠাঁই, জায়গা বড় অল্প।

## যুদ্ধের কবিতা

অর্ক অপু  
বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের সব ঠিকই ছিল।  
শুধু একজনের শরীরের কিছু রঙ অন্যজনের শরীরে লেগে গেল।  
একজনের হাত, চোখ, বুক  
জঘন্যভাবে লেগে গেল অন্যজনের শরীরে।

একজনের গন্ধ, মতিপ্রম, আনন্দ—  
কী দাপটের সাথে নিয়ে নিল অন্যজন।  
একজনের অনুভবের হলুদের সাথে—  
অন্যজনের বিষণ্ণ নীল মিলে দারত্বণ সবুজ হয়ে উঠলাম।

কে জানতো—  
সবুজের শরীরে বেগুনীর আরাম শান্তি শক্তি ধরা দেবে!  
কে জানতো—  
সবুজের বুকে আরো ধরা দেবে ক্ষমতা আর ভালোবাসার লাল...

আমাদের সব ঠিকই ছিল,  
ক্রমান্বয়ে আমরা কালো হয়ে উঠলাম।

সূতি

লোকনাথ কুন্দু  
এন.আই.টি শিলচর

## হয়তো এক হ্যালুসিনেশন

মনস্থিনী মিশ্র দেবনাথ  
এন.আই.টি শিলচর

আমি কখনো নেশা করিনি,  
কোন উন্মাদ পানীয়ে প্রগলভ চুমুক দিয়ে  
অপার্থিব স্বপ্নও দেখি নি।  
তবু কেন যে দু চোখে মদির তরঙ্গ,  
হঠাৎ শোনা বিষ ধরানো কোনো  
পাহাড়িয়া সুর যেন কানে বাজছে।  
মনে হচ্ছে আমি ঘুমোই নি কতকাল,  
যেন সৃষ্টির আদ্যকাল থেকেই  
পলক ফেলবার অবকাশ পাই নি।  
শতাব্দীর পর শতাব্দী গেল,  
কত রক্তক্ষরণ, কত অপচয়,  
আমি তার একমাত্র সাক্ষী,  
দিনরাতের হিসেব রাখা এক অতন্ত্র প্রহরী।  
প্রতিটি রক্তকণা আদিম কোন এক তালে  
উদাম নাচের হন্দে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।  
নিশ্চয়ই এ অলীক কল্পনা, ক্ষণিকের মাথা-ধরা,  
ঘুম, একটু ঘুম চাই আমার,  
কালো নিশ্চিন্দ্র অঙ্গকার তেকে দিক সমস্ত সত্য,  
এক পৃথিবী ধ্বংসের মাঝে  
আমি এবার ঘুমোব।

ছিলো সে স্বপ্নের দিন  
দুচোখে স্বপ্ন ছিলো রঙিন  
স্বপ্ন দেখতো সকলে  
তাইতো আসতো সবাই সকালে  
একসাথে থাকা চারটে ঘন্টা  
আনন্দে থাকতো মনটা  
ভাবতাম কখন সকাল হবে  
বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।  
জামা জুতো পরে  
যেতাম বাসে চড়ে  
নামতাম স্কুল গেটে  
কেউ হেঁটে, কেউবা ছুটে  
পড়াই ছিলো ফাঁকি  
চলতো বকাবকি।

ছিলেন যত শিক্ষাগ্রন্থ  
সবাই সম্মানীয়  
মেহ শাষণ মমতাই তারা  
কম নয়তো বাবা-মায়ের চেয়েও  
বয়ে যাওয়া সময়গুলো  
আসবে না আর ফিরে  
তাইতো আজকে বসা আমার  
সূতির কলম নিয়ে।  
এখন শুধুই সূতিচারণ  
আর কেউ করে না বারণ  
বকে না আর কেউ  
শুধু বয়ে যা যে সূতির তেও  
সূতি দিয়েছে সূতি  
এটাই অনেক প্রীতি।  
হৃদয়ে রাখবো সেগুলো  
ভুলবো না তা কখনও।

## বেলুনের স্বপ্ন

অভিক মজুমদার  
এন.আই.টি শিলচর

### বর্ণমালার জন্মকথা

দেবজ্যোতি শর্মা  
এন.আই.টি শিলচর

তোমরা কি বোঝা প্রসূতি কঢ়ের ব্যথা-  
কী নির্দারণ কষ্ট বাংলা শব্দ জন্ম দেওয়ার,  
যখন নবজাতক বর্ণমালাকে ছিনিয়ে নেওয়া হতো  
হত্যা করা হতো অবলীলায়-কঢ়ের ঠিক সামনেই!  
অথবা অবৈধ শব্দ গর্ভধারণের অপরাধে  
প্রসূতি কঢ়কে খুন করা হতো অনাগত শিশুর সাথে  
তখন বাংলার বর্ণমালা কাঁদতো রাত-বিরাত  
উচ্চারিত প্রত্যেকটা অনাথ বাংলা শব্দের হাহাকার  
বাংলার আকাশ-বাতাস-ধূসর প্রান্তর বর্ণমালার আঁকুতিতে ভরপুর  
কিন্তু সাহসী কঢ়ের বিনাশে উদ্ভৃত কালো হাত  
বাংলার বর্ণমালা তখন চেয়েছিল বীর এক পিতা  
যার কঢ়ের অব্যর্থ বাণ হত্যা করবে যত ভীতি  
যার ডাকে সাড়া দেবে সকল কঢ় - ‘জাগো বাঙালি, জাগো বাংলা!’

এসেছিল সে মহানায়ক মহাবীর  
লাখো সাহসী প্রসূতি কঢ়ের সামনে দাঁড়িয়ে  
করেছিল আহ্লান- যে আহ্লানে ছিল না সংকোচ,  
যে ডাকে উন্মত্ত হয়েছিলো সকল রত্নগর্ভা কঢ়।

সেই তীক্ষ্ণ বাণে নিহত হলো শকুনেরা  
নত হলো কাল হাত  
আর আমরা পেলাম পঞ্চশিষ্টি নবজাতক বর্ণ  
বাংলা হলো আমাদের, আমাদের কঢ় হলো বাংলার  
আজ তোমাদের কাছে বর্ণমালার মিনতি  
এনে দাও ‘সোনার বাংলা’- বঙ্গবন্ধুর!

আমি বেলুন হয়ে জন্মাতে চেয়েছিলাম,  
সৃষ্টির ভুলে মানুষ হয়ে গিয়েছি।  
কোন গরীব বাবা তার বুকের সব কষ্ট দিয়ে আমাকে  
তারপর বিক্রি হয়ে যাবো দিনের আলোর অঙ্ককারে।  
ঘূম ভেঙে দেখবো ,  
চারদিকে কত রোশনাই আলো ,  
লাল নীল ভিড়ের বিজ্ঞাপন।  
বাড়ির টেডি বিয়ারের আজ জন্মদিন ।।।  
তারপর রাতের ফোয়ারা  
আর মার্জিত হাসির ফ্ল্যাশলাইট ,  
তাতে আয়নার মত মুখ পড়া যায়।  
আর সবাই যখন আনন্দে ব্যস্ত,  
ওয়েটারটা হটাএ করে নিজের ভুলে একটা ন্যাপকিন  
ফেলে দেবে ,  
উফফ ডার্টি পুওর ফেলো, লো বৰ্ন ,  
নিকলো ইহাসে, নিকলো।  
আমি তখন আমাকে বেচে দেওয়া বাবার বিষাদ আর  
ওয়েটারের বাড়িতে ওয়েট করা ছোট মা টার কথা  
ভাববো ,  
তারপর হটাএ করেই ফট করে ফেটে যাবো ,  
আলোর ঝকমকি তে ফট করে ফেটে যাবো।  
আর হটাএ করে খুলে যাবে  
প্যান্ডুরাস বন্তা,  
আর বেরিয়ে আসবে সাদা টুপি পড়া সৈন্যদল,  
ছিনিয়ে নেবে হাসি আর,  
বিলাতি আইলাইরের আগল দেয়া আনন্দ।  
যা নাকি শুধু রিজার্ভ ব্যাংকেই তৈরি হয়।  
তারপর আমার সৈন্যরা সব ছড়িয়ে পড়বে,  
গলিতে, বস্তিতে, মাঠে, বন্দরে  
আনন্দ বিলিয়ে দেবে,  
ফুচকার দোকানে, বেলুনওয়ালার বাড়িতে, স্বপ্নের  
সোপানে।  
হয়ত এসব কিছুই হবে না,  
তবু আওয়াজ হবে ভীষন,  
সবাই তাকাবে আবার হয়ত ভুলেও যাবে  
কিন্তু তবু আমি ফাটাবো, আমাকে যে ফাটতেই হবে ।।।

# শ্যামবর্ণের স্বীকারোক্তি

মোঃ সোহান মিয়া  
এন.আই.টি শিলচর

তোমার কল্পনায় ব্রাউন চুল আর  
নীল টি-শার্টের জিন্সওয়ালা এক শ্বেতাঙ্গ।  
কিন্তু বেচারা যে শ্যামবর্ণের এক বাঙালি ছিলো মাত্র!  
তা না হলে উবশী'র মতো রমণী কবি সাহিত্যিক হয়?  
নেহাত মন্দ হতো না যদি তার স্বপ্ন পূরণ হতো,  
কল্পনা আর বাস্তবতার গৌঁজামিলে সে এক দুর্ভেদ্য অসার সমীকরণ!  
যায় কি করা সেই গৌঁজা-মিলের সমাধাকরণ?  
তাই তো সে ভাবে, নীভূত অন্তরালে।

যদি পেতাম সে সুদর্শন, তারেই করতাম বরণ!  
কিন্তু ভাগ্যকূল কি সহায় হয়?  
নাকি সে দুরদেশের পথিক কেবল দুরেই থেকে রয়!

তাইতো সূর্যাস্তের গোধূলিময় অপরাহ্নে  
শ্যামবর্ণ তার শত আস্তরণ যুক্ত পাহাড় হৃদয় ভেদ করে,  
এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবশেষে!

এবার তার বাস্তবায়ন করতেই হবে,  
তা না হলে পৃথিবীত্রাতা সুপুরণের চাটুকারিতা কি মানবে না?  
রাখবে তাকে নরকে,  
পোড়াবে তার সন্ত্রম!  
যাতে তার পুরোনো লকেটে গৌঁজা অল্প আবেগও অবশিষ্ট ছিলো।

## শিউলিরাত্রি

স্বর্ণা দেব  
এন.আই.টি শিলচর

তখনো আমার বড় আনন্দ লাভ করা বাকি  
আমি সে রাতে শিউলি ফুলের গন্ধে  
মাতোয়ারা হতে চাই!  
গাছ থেকে মাটিতে শয়ে পড়া  
ফুলগুলোর ঘ্রাণ নিতে চাই  
যেনো সে ঘ্রাণ, আমার প্রাণে  
উন্মাদনার আস্তরণ সৃষ্টি করে দেয়  
সৃষ্টি করে যেনো একটা পরিপূর্ণ রাত্রি  
যে রাত্রি কখনো ভোরের প্রহর গুণবে না!!



## ম্যাগনোলিয়া

অর্পিতা চৌধুরী  
এন.আই.টি শিলচর

আমার একতরফা প্রেম,  
তোমার আকাশ ছোয়া গোলাপী আভা।  
সারাটা বছর অপেক্ষা করি,  
আমার বেরঙিন জীবনে তুমি বসন্ত নিয়ে আসো।  
নাগালের বাইরে তুমি,  
তবু ভালোবাসার এজহার না করে পারিনি।  
অসামান্য রূপের বাহার নিয়ে তোমার মৌন প্রত্যাখ্যান।  
আজ যখন তোমার থেকে আমার বিদায় নেয়ার পালা,  
তখন কেন দমকা হাওয়ায় আমার কোলে ঢলে পড়লে  
ম্যাগনোলিয়া?

## পিছুটান

অর্পিতা চৌধুরী  
এন.আই.টি শিলচর

সমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসে হৈ হৈ টেউ,  
আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় অতল জলে,  
রূপকথার দেশ, যেখানে মৎস্য কন্যারা মুক্তো দিয়ে বিনুনি বাঁধে।  
আমায় নিয়ে টানাটানি চলে।  
জিতে ঘায় পিছুটান।  
নিরঙপায়, ফিরে যেতে হবে আবার মানুষের মেলে,  
কাঁধে নিতে হবে কর্তব্যের ভার।  
পড়ন্ত বিকেলে, কুড়িয়ে নিয়ে যাই একটুকরো বিনুক।  
রেখে যাই পায়ের ছাপ, বালি তীরে।  
অভিমানী টেউয়েরা সব মুছে দেবে জেনেও।



## বর্ষ-বরণ

অদিতি দে  
এন.আই.টি শিলচর

বিদায়ী বর্ষের বিদায় ক্ষনে  
যখন মনের গতি পেছনে টানে  
ফেলে আসি কত কিছু  
কিছু দুঃখ কিছু হৰ্ষ  
কিছু প্রাপ্তি কিছু অপ্রাপ্তি  
মনের কুর্যানো জমানো সংশয়  
জীবনের রোজনামচায় হিসেবী বেচা-কেনা  
তবু আসে নতুন দিন  
বেঁচে থাকার নতুন লড়াই  
বহমান জীবনের জলছবির বাঁকে  
স্বাগত জানাই নতুন বছরটিকে

সু স্বাগতম ১৪২৯ ॥

## ছোটবেলা

প্রিয়জীৎ পাল  
এন.আই.টি শিলচর

ছোটবেলার দিনগুলো  
ছিল যে কি মজার;  
খেলা-ধূলার মাঝে,  
বেশ ভালোই ছিলাম।  
কোথায় যেন বিলুপ্ত হয়ে গেলো  
সেই পুরনো স্মৃতিগুলো ॥।  
বোল, কাবাডি, লুকোচুরি  
আর কত কিছু খেলার মাঝে।  
হারিয়ে গেছে ছোটবেলা  
কড়ি খেলার মাঝে,  
অজানা এক ঝড়ে  
হারিয়ে গেছে জীবনখানি।  
কেবল যেন মনে হয়;  
আবার যদি ফিরে পাওয়া যায়  
সেই পুরানো দিনগুলো ॥।

## বর্ণমালার জন্মকথা

দেবজ্যোতি শর্মা

এন.আই.টি শিলচর

তোমরা কি বোঝ প্রসূতি কর্তৃর ব্যথা-  
কী নিরামণ কষ্ট বাংলা শব্দ জন্ম দেওয়ার,  
যখন নবজাতক বর্ণমালাকে ছিনিয়ে নেওয়া হতো  
হত্যা করা হতো অবলীলায়-কর্তৃর ঠিক সামনেই!  
অথবা অবৈধ শব্দ গভর্ধারণের অপরাধে  
প্রসূতি কর্তৃকে খুন করা হতো অনাগত শিশুর সাথে  
তখন বাংলার বর্ণমালা কাঁদতো রাত-বিরাত  
উচ্চারিত প্রত্যেকটা অনাথ বাংলা শব্দের হাহাকার  
বাংলার আকাশ-বাতাস-ধূসর প্রান্তর বর্ণমালার আঁকুতিতে ভরপুর  
কিন্তু সাহসী কর্তৃর বিনাশে উদ্ভৃত কালো হাত  
বাংলার বর্ণমালা তখন চেয়েছিল বীর এক পিতা  
যার কর্তৃর অব্যর্থ বাণ হত্যা করবে যত ভীতি  
যার ডাকে সাড়া দেবে সকল কর্তৃ - ‘জাগো বাঙালি, জাগো বাংলা!’

এসেছিল সে মহানায়ক মহাবীর  
লাখো সাহসী প্রসূতি কর্তৃর সামনে দাঁড়িয়ে  
করেছিল আহ্বান- যে আহ্বানে ছিল না সংকোচ,  
যে ডাকে উন্মত্ত হয়েছিলো সকল রত্নগর্ভ কর্তৃ।

সেই তীক্ষ্ণ বাণে নিহত হলো শকুনেরা  
নত হলো কাল হাত  
আর আমরা পেলাম পঞ্চাশটি নবজাতক বর্ণ  
বাংলা হলো আমাদের, আমাদের কর্তৃ হলো বাংলার  
আজ তোমাদের কাছে বর্ণমালার মিনতি  
এনে দাও ‘সোনার বাংলা’- বঙ্গবন্ধুর!

# প্রতীক্ষা

জয়াগ্রত মাইতি  
এন.আই.টি শিলচর

একটা বৃষ্টিদিনের অপেক্ষা,  
অবলীলায় পেরিয়ে যাওয়া সহস্র রাত  
মুখ তুলে প্রশ্ন করেছে বারবার  
কিসের প্রতীক্ষা?  
আমি বলেছি প্রতিবার, জানিনা।  
রোদে পুড়ে গেছি, শীতে কুঁকড়ে গেছি  
তবুও কাউকে বলিনি,  
আমি রূপকথায় বিশ্বাস করি।

কতবার বলেছি অঙ্ককারে যা দেখা যায়  
তা চাঁদের নয়, সুর্যের আলো।  
সে আলোতে মিথ্যেকথা বলা যায়না।  
কেউ বিশ্বাস করেনি।  
কেউ মুখের উপর না বলে দেয়নি  
অথচ দূরে সরে গেছে ক্রমশ,  
কচ্ছপের মতো গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে  
শক্ত খোলসে।

প্রতি ঘুমে যে আবছা ছবি  
ভেসে আসে বারবার,  
দেখবো বলে ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে থেকেছি।  
কখনো মনে রাখতে পারিনি  
কখনো ভুলেও যেতে পারিনি সে ছবি।  
কেউ বুবাবেনা ভেবে  
আমি কথা বলেছি কম, শুনেছি বেশি।  
কিছু মেলাতে পারিনি এ পৃথিবীর সাথে।

আমি কোনোদিন বৃষ্টি দেখিনি,  
তবুও কি নিবিড় বিশ্বাসে  
অপেক্ষা করে থেকেছি চাতকের মতো।  
একদিন সারাদিন বৃষ্টি হবে,  
সে বৃষ্টি সাধারণ না!  
রোদের গলা জড়িয়ে নামবে  
পূর্বাভাস ছাড়া।  
দায়ভারহীন নীল আকাশ  
খামখেয়ালি মেঘেদের আটকে রাখবেনা।  
বিকেলের সোনালি আলোয় ঝরবে,  
সে বৃষ্টি শান্তির। সে বৃষ্টি স্নিগ্ধতার।।

# মা

রাহুল চ্যাটার্জি  
এন.আই.টি শিলচর

মাতৃভাষা মায়ের ভাষা  
মায়ের পরিচয়  
কোনোদিন বাংলা, হিন্দি কিংবা  
ইংরেজীতে নয়।

মায়ের ভাষা-কোমল মেহ  
আদরতরা হাত  
মায়ের কথা সারাজীবন  
থাকবো খোকার সাথ।।

বাংলা, হিন্দি কিংবা ইংরেজীতে নয়  
সবকিছুতে মায়ের আছে একই পরিচয়।  
সন্তানকে ভালোবাসা মায়ের বড় স্বাদ  
কিন্তু আজ মায়েদের বড় অবসাদ।।

ছোট বাবু আজকে এক মস্ত অফিসার  
ডিগ্রিতে আছে তার বিরাট প্রসার  
শান্তিজগনে গুণী তিনি  
পন্ডিত মহাজন  
কিন্তু তার গরীব মায়ের  
অকাল পরিহন  
জীবনের শেষ আশ্রয়  
বৃদ্ধাশ্রম।।

গরীব মায়ের অর্থ  
অর্থের অভাব নয়  
ডিগ্রিধারী সন্তানের  
অশিক্ষার পরিচয়।।

পশুর ধর্ম পাশব আচার  
মানবতা মানুষের  
মানবতাহীন মানুষের সাথে  
ভেদ হয় পশুদের।।  
হিন্দু মুসলিম কিংবা শিখ পারসিক নয়  
মানবতাবোধ না থাকলে  
বৃথা মানুষের পরিচয়।।

আজকে এই নতুন যুগে  
আধুনিকতা ভরা প্রাণ।  
কোনোদিন চাই না করতে  
মায়ের অসম্মান।

শান্তে আছে  
মায়ের স্থান স্বর্গের চেয়ে বড়  
তাই আজ আধুনিক মানব  
নতুন শপথ গড়ো।।  
মাতৃস্বত্ত্ব মহিমাময়,  
চরম প্রতিভাময়ী  
মায়ের আসনে  
এক সাধারণ নারী,  
হয়ে উঠে তেজস্বী বহুগুণী,  
মায়ের অর্থ শুধু  
জন্মদাত্রী নয়  
দেশমাতা-ও মায়ের আর এক  
রূপ হয়।

আজকে থেকে আমরা সবাই  
করবো মায়ের পূজা  
সন্তানকে রক্ষাকালে  
মাতা সহস্রভূজা।।

মায়ের পূজার প্রসাদ  
কাটাবে সকলের অবসাদ  
আর মায়ের পূজার অঞ্জলি রূপে  
তাহার প্রাপ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবে।।

মায়ের কোন হয় না জাত  
হয় না কোন ভাষা  
মায়ের আদর কোমল মেহ  
সেটাই "মাতৃভাষা"।।

# ভালবাসি, ভালবাসি

মোঃ জামাতুল নাইম  
এন.আই.টি শিলচর

আছা, রঞ্জি, তোমার চোখ দুটো বন্ধ কর।  
কল্পনা কর কোনো একটা পথকে।  
কোনো একটা উদ্যান কিংবা  
বাগানের পিচালা রাস্তার ওয়াক ওয়েতে তুমি হাঁটছো।

মৃদু বাতাস চারিদিকে,  
তোমার পথঘেরা বাগান।  
চারিদিকে অজস্র ফুলের সমারোহ  
একটু লক্ষ্য করে দেখ  
ফুলগুলো ভীষণ ভীষণ প্রানবন্ত, উজ্জ্বল।  
এরা সবাই আজ পরিতৃপ্ত  
যেনো তোমারই অপেক্ষাতে  
অজস্রকাল ধরে ফুটে আছে।  
এরা আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ সৌরভে সুরভিত।  
এ যেনো অথিতি আঞ্চায়ন।

তুমি হঠাৎ সেই পার্কের  
কোনো একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লে  
সেখান থেকে চোখ বাড়িয়ে তাকালেই  
একটা রক্তজবা গাছ দেখা যায়  
ভাবো, এমন একটা মুহূর্তকে ভাবো।

তুমি আনন্দনা হয়ে বসে আছো  
হঠাৎ বাতাসে ভেসে আসছে  
কোনো এক অচেনা, আজানা বালকের কণ্ঠ।  
হয়ত সে কণ্ঠ খুব চেনা  
আবার ঠিক চেনাও না।  
হয়ত তাকে অচেনা মনে হয়  
আবার মনে হয় সে খুব চেনা তোমার।  
তুমি নিরবে শুনছো। সে বলছে-

দিনগুলো বড় বেশিই বেয়াড়া, তাই না?  
কেমন এক ঘেঁয়ে  
যাচ্ছে আর যাচ্ছে।  
একটুও কি থমকে দাঢ়াতে ইচ্ছে হয় না?  
ইচ্ছে কি হয় না-  
দিনটাকে এমন থমকে দিয়ে বসে থাকতে?  
কিংবা জ্যোৎস্না রাতটাকে  
অমনি করেই পুশে রাখতে?

হোক না পৃথিবীটা বেসামাল, নির্বাধ!  
ক্ষতি কী?  
এই যে তুমি পাশে বসে আছো,  
এই যে পিচালা রাস্তায়  
তোমার ছোট ছোট পদক্ষেপে হেঁটে চলা,  
এই যে তোমার নিরবতা  
একটুখানি হেসেই যে বেলা শেষ।  
আজকের এই রোদুর, এই ছায়া,  
এই যে মৃদু মল্লাট হাওয়া,  
এই প্রত্যেকটা ক্ষন; আমার যে  
বাঁধাই করে রেখে দিতে ইচ্ছে করো।  
ইচ্ছে হলেই যেন  
তুমি নিকট, নিকট আরও সন্নিকট।

আছা, পার্কের এই বেঞ্চিটাকে কি  
বাঁধাই করে রাখা যায়?  
তাহলে রেখে দিতাম।  
এই যে আমাদের একটু দূরেই  
রক্তজবা গাছটা;  
দেখেছো সেও আজ বলে-  
ভালবাসি, ভালবাসি।

আছা, একটা কথা বল তো শুনি  
ধর, কোনো এক সকালবেলা  
কিংবা কোনো এক ব্যস্ততম দুপুরে  
অথবা নিমুম রাতের কোনো এক প্রহরে  
যদি বলেই ফেলি-  
ভালবাসি, ভালবাসি।  
তুমিও কি বলবে-  
ভালবাসি, ভারবাসি।  
নাকি বন্দি করে কারাগারে  
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে  
অতল সমুদ্রে মিলিয়ে যাবে।  
এক ফেঁটা বৃষ্টি;  
আমাকে ঝুতেও দেবে না  
বল তো শুনি।



## প্রতীক্ষা

জয়াৰত মাইতি  
এন.আই.টি শিলচৰ

একটা বৃষ্টিদিনের অপেক্ষা,  
অবলীলায় পেরিয়ে ঘাওয়া সহস্র রাত  
মুখ তুলে প্রশ্ন করেছে বারবার  
কিসের প্রতীক্ষা?  
আমি বলেছি প্রতিবার, জানিনা।  
রোদে পুড়ে গেছি, শীতে কুঁকড়ে গেছি  
তবুও কাউকে বলিনি,  
আমি রূপকথায় বিশ্বাস করি।

কতবার বলেছি অঙ্গকারে যা দেখা যায়  
তা চাঁদের নয়, সূর্যের আলো।  
সে আলোতে মিথ্যেকথা বলা যায়না।  
কেউ বিশ্বাস করেনি।  
কেউ মুখের উপর না বলে দেয়নি  
অথচ দূরে সরে গেছে ত্রুমশ,  
কচ্ছপের মতো গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে  
শক্ত খোলসে।

প্রতি ঘুমে যে আবছা ছবি  
ভেসে আসে বারবার,  
দেখবো বলে ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে থেকেছি।  
কখনো মনে রাখতে পারিনি  
কখনো ভুলেও যেতে পারিনি সে ছবি।  
কেউ বুবাবেনা ভেবে  
আমি কথা বলেছি কম, শুনেছি বেশি।  
কিছু মেলাতে পারিনি এ পৃথিবীর সাথে।

আমি কোনোদিন বৃষ্টি দেখিনি,  
তবুও কি নিবিড় বিশ্বাসে  
অপেক্ষা করে থেকেছি চাতকের মতো।  
একদিন সারাদিন বৃষ্টি হবে,  
সে বৃষ্টি সাধারণ না!  
রোদের গলা জড়িয়ে নামবে  
পূর্বাভাস ছাড়া।  
দায়ভারহীন নীল আকাশ  
খামখেয়ালি মেঘেদের আটকে রাখবেনা।  
বিকেলের সোনালি আলোয় ঝরবে,  
সে বৃষ্টি শান্তি। সে বৃষ্টি স্থিঞ্চতার।।

# সুজান

জয়াবৰত মাইতি  
এন.আই.টি শিলচর

মায়াবী এক নদীর তীরে রূপকথার এক রাণী থাকে  
আনমনে সে তেওঁ গোনে আর মনখারাপের ছবি আঁকে।  
সাদাকালো ঘড়ির কাঁটায় দিন কেটে যায় সরলরেখায়  
একলা এ দ্বীপ একলা এ ঘর, সুজান বসে অপেক্ষায়।  
দুঃখ বোঝাই নৌকোগুলো স্মৃতির মতো ভেসে চলে  
ডোবার আগে সূর্য তাকে ঘরে ফেরার গল্প বলে।  
অভিমানী সুজান তখন নদীর কাছে প্রশ্ন করে--  
জাহাজ নিয়ে নাবিক কোহেন ফিরবে কি আর বন্দরে?  
ডাকবে কি আর পাগলী বলে আগের মতো ডাকনামে?  
সুজান জানে অপেক্ষাদের আসবে চিঠি নীল খামে।  
প্রতিশ্রুতি ঠুনকো ভীষণ রাত্রি ঘনায় অভিমানে  
বাঁধ মানেনা প্রবল শ্রোত, সব কথা তো নদীই জানে।

বোহেমিয়ান প্রেমিক সেজন ভাঙাচোরা অতীতরেখা  
ব্যথার পাহাড় বুকে নিয়ে হারতে হারতে বাঁচতে শেখা।  
এই পৃথিবী জটিল ভীষণ সবই কেমন আবছা দেখায়  
পালাতে চায় নিরঙদেশে, সুজান, তোমার ভালোবাসায়।  
বাঁধন ছেড়ে হারিয়ে যাওয়ার নেশায় ভীষণ মন্ত্র যে  
হয়তো একা নির্জনতায় অস্ত যাওয়া দেখছে সে।  
একলা জাহাজ একলা নাবিক ভেসেই চলে অবিরত  
অন্ধ কোহেন সুজান প্রেমে বুকে নিয়ে গভীর ক্ষত।

ক্লান্ত দুপুর উদাস বিকেল থামলো যেদিন বন্দরে  
থামলো সময় ভিজলো আকাশ বাইরে এবং অন্তরে।  
কিছুইতো নেই দেওয়ার মতো ভালোবাসা মিথ্যেকথা  
বিকেলবেলার মলিন আলোর সুজান চেনে বিষন্নতা।  
সেই আলোতে স্পষ্ট ভীষণ লুকিয়ে থাকা অন্ধকার  
সুজান তবু খুঁজতে চায় তারই মাঝে ফুলের বাহার।  
মোমের আলোয় মিলিয়ে যায় যন্ত্রনাদের মৃত্যুশোক  
অন্ধ এ প্রেম বন্ধ ঘরে আয়না একাই সঙ্গী হোক।।

ବ୍ୟାଜୀ ନିରକ୍ଷ

# স্মৃতিচারণ

নিশান দেব

প্রাক্তন ছাত্র, এন.আই.টি শিলচর

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একদিন সকালে তৎকালীন জিমখানা উপসভাপতি অনিবাগদাকে বললাম, "দাদা কলেজে তো সব উৎসবই পালন করা হয়, চলো না বাঙালিদেরও কিছু একটা করি"। দাদা বললো একটা কিছু ভেবে বাজেট তৈরি করে দিতে। ব্যস, দাদার থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে বসে পড়লাম সৌরভ, বিপ্রাসিশদের নিয়ে। সিদ্ধান্ত নিলাম যে নববর্ষ পালন করবো। কিন্তু বাজেট নিয়ে তো তেমন জানি না কিছু, তো ডেকে নিলাম আমাদের সর্বকালের "ফায়ার ব্রিগেড", ভাস্করদাকে। দাদা সব ঠিক করে দিল। আসলে ভাবনা-চিন্তাটা একদিনের নয়, অনেক আগে থেকেই ময়ুখদা, বিপিসিরা বলছিল যাতে কিছু একটা বাঙালি উৎসব পালন করা হয়। রাতের মধ্যে দরখাস্ত তৈরি, পরদিন সকালে পারমিশন এর জন্যে বেরিয়ে পরলাম অনিবাগদা, ভাস্করদা, ময়ুখদা, তৃষ্ণাদের সাথে। তৎক্ষণাত পেয়ে গেলাম পারমিশন।

এখন তো সবার উৎসাহ তুঙ্গে, কিছু ভালো করতে হবে। হাতে মাত্র ১০ দিন। কিন্তু কি করে অনুষ্ঠানকে আড়ম্বরপূর্ণ করা যায় তা ঠিক হয় নি। শুরু হলো রাত জেগে সব পরিকল্পনা। হবে শোভাযাত্রা, হবে নববর্ষের আড়ডা, আরো কত কি! তার উপর বর্ণমালা নামক স্মরণিকা উন্মোচন হবে। কাজ প্রচুর কিন্তু সময়ের অভাব। তাতে কি? উৎসাহ তো আছে সবার মধ্যে, কে আর আটকায়। কাজ কি কম ছিল! তার উপর ছোট ভাইদের আবদার "দাদা একটা টি-শার্ট ও বানাই চলো"। একদিকে অভিলাষ আর অর্গান শুরু করলো লোগো বানানোর কাজ, নয়ন শুরু করল "বর্ণমালার" কাজ, অরিন্দম এক রাতে অ্যাডেবি ইলাস্ট্রেটর শিখে বানালো একটি চোখ ধাঁধানো টি-শার্ট। এবারে অনুষ্ঠানের একটা নামকরণ করতে হয়, তাই সবাই মিলে ছুটলাম অপূর্ব দাদার কাছে, অনেক চিন্তাবনার পর নাম ঠিক করা হলো "ঐক্যতান"। ব্যস তখন থেকেই শুরু "ঐক্যতান" এর যাত্রা।

অনুষ্ঠানের জন্যে অনেক কাজ, তবে সবাই মিলে অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর সেই দিনটা এসে পড়ল, ১৩ই এপ্রিল ১০১৯। সকালবেলা শুরু হলো উলুধ্বনি-ঢাক দিয়ে শোভাযাত্রা। তারপর হলো এক আড়ডা, সেখানে ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে করলাম অফুরন্ট আনন্দ। তারপর সবার জন্যে আয়োজন করা হলো জলপান। তারপর আয়োজন করা হলো বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং পাশের বিদ্যালয়ে খাতা-কলম দান। বিকেলে পালা এলো "নববর্ষের আড়ডার"। শুরুতেই উন্মোচন হলো "বর্ণমালার", তারপর, একে একে সবাই পারফর্ম করলো। সবশেষে "দলচুট" এর অনবদ্য পরিবেশনা অনুষ্ঠানকে নিয়ে গেলো অন্য মাত্রায়। সবাই গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুরু করলো উদ্যম নাচ। ধূনুচি হোক আর ধামাইল, সবাই মন খুলে নাচল এবং অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুললো। তবে সেই অনুষ্ঠানের পেছনে অনেকের অক্লান্ত পরিশ্রম জড়িয়ে আছে, তাতে ফোর্থ ইয়ারের সিনিয়র তো আছেই বটে, সঙ্গে তো বাকি সবাইও আছে।

তারপর পালা এলো ১০১০ এ ঐক্যতান আয়োজন করার, এবং আমাকে বলা হলো আহ্বায়ক হতে। সৌরভ-বিপ্রাসিশ-দেবস্মিতা-সনু-অশেষ ওরা তো ছিলোই সঙ্গে, সব আয়োজন যথারীতি চলছিল, হঠাৎ করে কোভিড মহামারির আগমন। আশা ছিল যে সামান্য দেরীতে হলেও অনুষ্ঠান করতে পারবো, কিন্তু কে জানতো যে এত আশা-আকাঞ্চ্ছা সব ভেস্টে যাবে। তা সঙ্গেও আমাদের সেই মনের ইচ্ছে পূরণ করতে সাহায্য করলো ফেসবুক। হঠাৎ করে মনে এলো যে আমরা কয়জন শিল্পীদের দিয়ে অনলাইনেই একটা কিছু করার প্রচেষ্টা করতে পারি। তো আমরা গবের সাথে বলতে পারি আমরা ঐক্যতান পরিবারের সদস্য।

কথা হলো বন্ধুদের সাথে, তারাও একমত। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে করলাম অরিন্দমকে আর বললাম "আজ রাত তুই লাইভ যাচ্ছিস"। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই সে রাজি হয়ে গেল। "ঐক্যতান" বলে কথা! শুরু হলো "লকডাউন ডায়েরিজ", যা চললো প্রায় ১০ দিনের বেশি এবং দিনে ৬-৩ জন করে শিল্পী অনুষ্ঠান করতেন, যেখানে থাকতেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ছাড়াও বাংলাদেশের শিল্পীরা। হয়ে উঠলো "অনলাইন ঐক্যতান" এক অন্যতম সাফল্য।

এই ২ বছরের সাফল্যের পেছনে রয়েছে আমার অনেক দাদা-দিদি, বন্ধু ও ছোট ভাই-বোনদের অক্লান্ত পরিশ্রম, হয়তো সবার নাম লিখলে জায়গার অভাব হয়ে যাবে। সবার এই চেষ্টায় সন্তুষ্ট হয়ে উঠলো ঐক্যতান, তাই

## রঙ

ফারহানা ইয়াসমিন  
এন.আই.টি শিলচর

দুপুরের খাবার পর একটু বিছানায় গা এলিয়ে দেয়াটা ছোট থেকেই অভ্যাস, তাই আজও তার অন্থা হয়নি। একটু তন্দ্রাভাব এসেছে ঠিক তখনই মাথার উপর পাখা ঘোরাটা থেমে গেল। একরাশ বিরক্তি নিয়ে উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। একটা উপন্যাস পড়া শুরু করেছি, "কালপুরুষ", উপহার পেয়েছিলাম গতবারের জন্মদিনে। বারান্দার আরামকেদারাতে বসে পড়লাম উপন্যাসের বাকি অংশ পড়ার জন্য।

পাশের ছোটো বেল গাছটিতে কিছু শালিক কিচির মিচির করছিলো। পড়তে পড়তে হটাং কিছুটা দূরে এক আমগাছে চোখ গেলো, দুটো কাক পাশাপাশি বসে আছে, হয়তো স্বামী স্ত্রী। তাদের মধ্যে একটি নেমে এসে কাঠি জড় করা শুরু করলো। আমি আমার উপন্যাস পড়া বাদ দিয়ে ওদের কান্দ কারখানা দেখিলাম, বেশ ভালোই লাগছিলো। কিন্তু হটাং মনটা খারাপ হয়ে গেলো, এই ভেবে যে কাক দেখত্ব কৃৎসিত, তাই ওদের দেখলে কেউ দোঁড়ে যায়না ক্যামেরা বন্দী করবে বলে। কিন্তু সেখানে যদি একটা টিয়া পাখি চোখে পড়ে, সবাই ছুঁটে যায় দেখার জন্য, ছবি তোলার জন্য। এই কথাটা একইভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে প্রতিযোগিতা চলছে কে কত বেশি ফর্সা তাই নিয়ে, কালোকে সাদা করতে তুলতে সবরকমের চেষ্টা চলছে।

আচ্ছা, বলুন তো কালোকে কেন ফর্সা করে তুলতে হবে? কেন আমরা কালোকে একটু আলাদা ভাবে দেখি? কেন আমরা সব রংকে সমানভাবে ভালবাসতে পারি না? কেন?

# মানুখাং

অর্পিতা চৌধুরী

এন.আই.টি শিলচর

আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর শিলচর। এই শিলচর শহরেই একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা, আমার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের সুত্রপাত। মাত্র দু দশক আগে এই শহর অনেকটা অন্যরকম ছিল। গলিতে গলিতে আকাশ ছোয়া ফ্ল্যাট ছিলনা, ছিল একতলা দোতলা আসাম প্যাটার্ন ঘর। ছিলনা ব্রডগেজ। গোলদিঘী ছিল কিন্তু সেখানে মল ছিলো না। এত রেস্টুরেন্ট ছিলনা। এত ঘনবসতি ছিল না, রাস্তায় ট্রাফিক জাম ছিলনা। ঘরে ঘরে ইনভার্টার ছিল না। মোবাইল দুরস্থ, ল্যান্ডলাইন ফোনও ছিলনা সবার ঘরে। গরমকালে বিকেল বেলা কারেন্ট চলে গেলে পাড়াপড়শিরা নিজেদের উঠোনে জমা হত বসার জন্য পিড়ি আর হাতে তালপাখা নিয়ে। লর্ণন জিনিসটা তখনো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বাচ্চারা কিছুক্ষণ পড়ার হাত থেকে রেহাই পেত। মাঝেরা মনে করিয়ে দিতেন "বই বন্ধ করিয়া আয়, নাইলে ভূতে পড়ব"। তালপাখা হাতে বাতাস করতে করতে বাড়ির গিনিদের কতরকম যে গল্প হত। আমি হা করে সেই গল্পগুলো গিলতাম। আর ভূতের গল্প হলে তো কথাই নেই। অবশ্য ভয়ে মাঝের আঁচলের খুঁটাও ধরে থাকতাম। যাই হোক এ তো গেল ভূমিকা, এবার আসল গল্পে আসি।

সেবার একটা খবর পুরো শহরে চাউর হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে কি একটা জীব আক্রমণ করছে মানুষকে। ভূত পিশাচ ও হতে পারে। লোকমুখে তার চেহারার নানান রকম বর্ণনা। পত্র পত্রিকায় তার নাম দেওয়া হল মানুখাং অর্থাৎ মানুষ খেকো। অনেকে বলল যে এই মানুখাং নাকি সন্ধের পরই আক্রমণ করে, দিনের বেলা নয়। কেউ বলল এ শুধু অন্ধকারে আক্রমণ করে আলোতে নয়। কেউ বলল মানুখাং অদৃশ্য, তাকে দেখা যায়না তাই দিনের বেলা স্বাভাবিক জীবন যাপন চললেও সন্ধে হতেই সবার মনে ভয় বাসা করত। আমার কল্পনা বিলাসী মন মানুখাং-এর নানান রকম অবয়ব কল্পনা করে আমার মনে ভয়টা আরও একটু বাড়িয়ে দিল। গ্রীষ্মের অসহ্য দাবদাহেও, ভয়ে ত্রস্ত শহরবাসী সন্ধ্যে হতে না হতে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকে। আমার পরিবার ও ব্যতিক্রম নয়।

সেদিন বিকেলে বাবা গেলেন বাজারে। আমি আর দিদি ঘরে দোর দিয়ে পড়তে বসলাম। একঘন্টা হয়নি তখনো, কে যেন দরজায় টোকা দিল। টক্ টক্ টক্। তিনবার। মানুখাং নয়তো। আমি বরাবরই ভীতু, দিদি সাহসী, ও দরজা খুলতে যাবে, আমি পেছন থেকে টেনে ধরলাম। কিছুতেই খুলতে দেবনা। ও বলল "বাবা হবে হয়তো", আমি বললাম "কক্ষনো না, বাবা হলে আমাদের নাম ধরে ডাকত, দরজায় টোকা দিতনা"। অনেক বোঝানোর পরেও দিদি কথা শুনল না। আমি দৌড়ে গেলাম ভেতর ঘরে। কোথায় লুকোই। কি যেন ভেবে ফ্রিজের দরজাটা খুললাম, একি এতো সবজি তরকারিতে ঠাসা, তুকব কি করে? ভয়ে বুক ধড়ফড় করছে।

এমন সময় বাবার গলার স্বর শুনতে পেলাম। আমার চোখে জল এসেই পড়েছিল, বুঝতে পারলাম বাবা মজা করছিল, আমাকে নিয়ে ওরা খুব হাসলো। রাগ হল, দুঃখ হল। মাস্থানেকের মধ্যে জানা গেল মানুখাং নাকি এক বিশেষ প্রজাতির বানর। ধীরে ধীরে সব আগের মত হয়ে গেল। কারেন্ট চলে গেলে আবার প্রতিবেশীরা মিলে তালপাখা হাতে বাতাস করতে করতে উঠোনে জড়ো হলাম, গল্প, হাসি-ঠাঢ়া হল। কারেন্ট ফিরে এলে "আইসেএএএএ" বলে সমস্বরে চিৎকার করে সবাই ফিরে গেলাম যার ঘরে।

আজ এত বছর পর ঘটনাগুলো মনে করে আমিও হাসছি। সবকিছু পাল্টে গেছে। আধুনিকতার ছোয়া নেগেছে এই শহরে। লর্ণন, তালপাখা, জোনাকি, পাড়ার বন্ধুদের দল সব হারিয়ে গেছে। শৈশবটা রূপকথার মত লাগছে।

# সত্য কি একটু কটুই হয়?

সব্যসাচী রায় বর্মণ

এন.আই.টি শিলচর

"সাল ৩০২২, এখন আর পৃথিবীতে বাংলা ভাষা বলে কোনো ভাষা নেই। সময় সময় ভাষার পরিবর্তন, বিকৃতি এবং বিশ্বায়ন এতটাই প্রভাব রাখতে পেরেছে যে এখন পৃথিবীতে একটাই ভাষা প্রচলিত, ইংঞ্জেরিং। ধারনা করা হয় ১-২ হাজার বছর আগেও পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাষা প্রচলিত ছিল, সংখ্যাটা প্রায় হাজার তিনেক থেকে সাতের মাঝামাঝি বা বেশি হতে পারে। ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, একটা সময় মানুষ নিজের ভাষার জন্য প্রাণও দিয়েছে নাকি! ১৯৫২ সালে বাঙালিরা নাকি তাদের বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, এছাড়া এরও আগে ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজের মানুষ তাদের মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন করেছিল। এরকম কত কত উদাহরণ আছে মাতৃভাষার জন্য মানুষের ত্যাগের! আর এখন পুরো পৃথিবীর ভাষা এক! ", লেখাগুলো লিখে রূপম একটা দীর্ঘশাস ফেলল! সে একটি সায়েন্সফিকশন লিখতে বসেছে, প্রকাশক বস্তাভরা টাকা দিয়ে গেছে, এইবারের বই মেলায় যেভাবেই হোক একটি বই বের করতে হবে। এখন যেভাবেই হোক, বই মেলা শুরু হওয়ার আগে বই রেডি চাই!

রূপম সাধারণত জনপ্রিয়তার শিখড়ে পৌঁছেছে উপন্যাস লিখে, এই প্রথম সে একটা সায়েন্সফিকশন লিখতে বসেছে, যদি নতুন কিছু বের হয়! গত কয়েকবছর যাবৎ সবগুলো উপন্যাসই ঘুরেফিরে একই কাহিনীর হয়ে যাচ্ছে, তাই এই নতুন প্রচেষ্টা।

এদিকে ঐদিন এক ভাষাবিদ এর সাথে কথা হচ্ছিল রূপমের। কথায় কথায় এমন কিছু ফ্যাক্ট জানতে পেরেছিল, যেগুলো শোনে রূপমের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এখন তাই রূপম ভাবছে কিভাবে মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো যায় নিজের মাতৃভাষা নিয়ে। কিন্তু মুদ্রার তো ওপিঠও আছে! রূপমের নিজের ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। ফলাফল? নিজের বাবা এত জনপ্রিয় বাংলা লেখক, কিন্তু তার কোনো লেখা ইচ্ছে করলেই বরতণ পড়তে পারে না! আবার বাংলা মিডিয়ামেও দেওয়া যায় না, বাংলা মিডিয়ামে পড়ালে অনেক সমস্যা, এই সমস্যার লিস্ট করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখাই যাবে! ঐদিন আবার শৈলির সাথে যখন তার সায়েন্সফিকশনের আইডিয়াটা বলছিল রূপম, তখন শৈলি বললো, দেখো পরে আবার যেনো লোকে না বলে, "পোঁদে নাই চাম, হরেকুষ্ণর নাম?!"

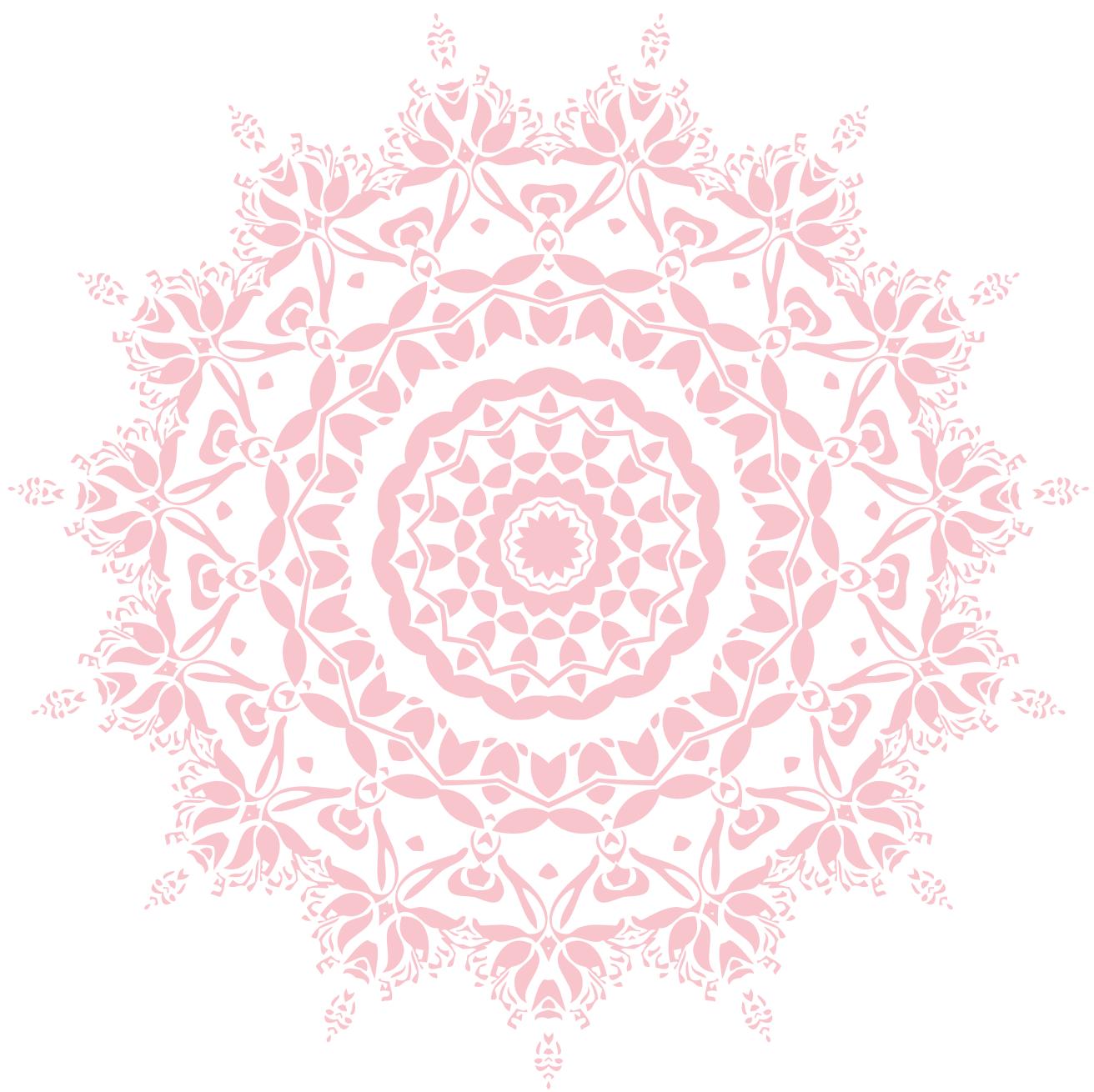
# বিড়ালের সাথে গরু ফ্রি!

মোঃ কায়সার আহমেদ হুদয়

এন.আই.টি শিলচর

গ্রামের নাম কাশিমপুর। সে গ্রামে বাস করে এক বিধবা বুড়ি। বিধবার একমাত্র পুত্র সন্তান হাসু। সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়লে বিধবা পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যান। ইমাম সাহেব একটু পানি পড়া বা তাবিজকবজ দিয়ে দেন তখন হাসু সুস্থ হয়ে যায়। একদিন হাসু এত বেশি অসুস্থ হল যে তার অসুখ ভাল হচ্ছে না। তখন বিধবা আগের মত ইমাম সাহেবের কাছে গেল এবং হাসুর অসুস্থতার কথা বলল। বিধবার কথা শুনে ইমাম সাহেব বিস্তারিত সব বুঝলেন। ইমাম সাহেব বললেন, তোমার ঘরে কি কি আছে? বিধবা বুড়ী উত্তরে বললেন আমার ঘরে তেমন কিছুই নেই তবে একটা লাল গরু আছে। তখন জবাবে ইমাম সাহেব বললেন, এই গরুর বাজার মূল্যের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেখতে পার আল্লাহতায়ালা তোমার ছেলের অসুখ মাফ করে কিনা। বিধবা বুড়ি মনে মনে তাই করল। মনে মনে বলল, আমার ছেলে কে আল্লাহ সুস্থ করে দাও, তাহলে আমি আমার গরুর বাজার মূল্যের অর্ধেক তোমার রাস্তায় দান করব। অবশেষে বিধবার একমাত্র পুত্র সন্তান আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল। এখন বিধবা বুড়ী ভাবল, গরুটা বিক্রি করা দরকার। সামনের কুরবানীর ঈদে গরুটা বাজারে উঠাব বিক্রির জন্যে। বিধবা বুড়ী তার লাল গরুটা ঈদের বাজারে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিল। বর্তমানে গরুটার মূল্য প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। বুড়ী ভাবল অনেক টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করতে হবে। এত কষ্ট করে গরুটা লালন-পালন করলাম আর এখন অর্ধেক মূল্যেই দান করতে হবে। এ একটা গরুই আমার হাতের পাঁচ। এটা কেমন করে হয়? যাক একবার ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে পরামর্শ করে দেখি, কোন উপায়স্তর হয় কিনা। বিধবা ইমাম সাহেবের শরণাপন হয়ে বিস্তারিত সব কথা বললেন। ইমাম সাহেব বিচক্ষণ লোক, তিনি অল্লতেই বুঝতে পারলেন, যে বিধবা তার ওয়াদা ভঙ্গ করতে চায়। অর্থাৎ পুরোপুরি গরুর দামের অর্ধেক অর্থ দান করতে চান না।

ইমাম সাহেব বুড়ির কথা মত একটা পরামর্শের কথা বের করলেন। বললেন, আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি তবে আমাকে ৫ হাজার টাকা দিতে হবে। বুড়ি চিন্তা করে ইমাম সাহেবের কথায় রাজী হলেন। ইমাম সাহেব বলল, তোমার ঘরে কি কোন বিড়াল আছে? বিধবা বুড়ী উত্তর করল হ্যাঁ আছে। তাহলে, ঈদের বাজারে গরুটার সাথে বিড়ালটাকে ধরে রশি দিয়ে বেঁধে বাজারে নিবে। বিড়ালের দাম ৫০ হাজার টাকা চাইবে আর গরুটা ফ্রি বলবে, কেমন? মা তার ছেলে ও গরুটাকে নিয়ে ঈদের বাজারে গেল। যা কথা তাই কাজ। গরুটা দেখে অনেকেই কিনতে আসে এবং গরুর দাম জিঞ্জেস করলে, বলে কি গরু ফ্রি। তবে গরুর সাথে বিড়ালটা দেখেছেন তার দাম ৫০ হাজার টাকা। ক্রেতারা এসব কথা শুনে অবাক হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু বাজারের সময় প্রায় শেষ বেলা। এমন সময় এক ধনাত্য ব্যক্তি তার কাজের লোকসহ বাজারে এসে গরুটা পছন্দ করল এবং বিড়ালের কথা শুনে পিছিয়ে যায়। এমন সময় কাজের লোক বলল স্যার গরুটা কিনে ফেলেন, পথে বিড়ালটা ছেড়ে গরু নিয়ে বাড়ি চলে যাব। কেউ জানতেও পারবে না যে বাজার থেকে বিড়াল কিনেছি। গরু ও বিড়াল বিক্রি হয়ে গেল। বিধবা বুড়ি ও তার ছেলে গরু ও বিড়াল বিক্রি করে হাসি খুশি বাড়ি ফিরে এল। পরের দিন ইমাম সাহেবের পাওনা বুঝিয়ে দিলেন কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় যে দান করার কথা ছিল তা করেন নি। ফলে ছেলে আবার আস্তে আস্তে অসুস্থ হতে লাগল। অবশেষে বিধবার পুত্র...





# *Articles, Poems & Short Stories*



# Mahalaya: The beginning

Punyabrata Kar

Alumini

The clock chimed four marking the break of dawn and of miracles. It was Mahalaya, the auspicious occasion that heralds the advent of Ma Durga and her children. "Mahalaya" has always been a sparkle amidst the Bong folks- an invisible energy with visible effects. Excitement replaces the usual morning drowsiness, the old radio comes out of the almirah and every single household tunes into Birendra Krishna Bhadra's timeless voice reciting the holy verses of 'Mahisasura Mardini'.

Birendra Bhadra has long passed away, but his recorded voice still forms the core of the Mahalaya program. In a sonorous, reverberating voice Birendra Bhadra renders the Mahalaya recital for two thrilling hours, which narrates the story of the descent of Goddess Durga on earth, mesmerizing every household with the divine aura of his narration.

Like every single year, the radio served as my alarm and I flung myself out of the bed and after the morning customaries, I hit the streets along with my younger brother. The usually silent morning brimmed with chatter and laughter. The celestial aroma of the night jasmines lying in heaps added a poetic flavor to it. Makeshift puri shops graced the streets and balloons seemed to be the new oil. It seemed as if the entire town had become ageless and their inner child had taken over the 'adult' them.

Pretty soon, we crossed paths with a rally. Little children dressed as idols sat on a mini truck. Walking behind them were adults draped in traditional attire. But the most attractive feature of the rally were the "dhakis", who had a separate dress code of their own. The synchronous beating of the dhaks in unison reminded me of a quote by Jimi Hendrix, "Music is a safe kind of high".

Like every single year, the radio served as my alarm and I flung myself out of the bed and after the morning customaries, I hit the streets along with my younger brother. The usually silent morning brimmed with chatter and laughter

The celestial aroma of the night jasmines lying in heaps added a poetic flavor to it. Makeshift puri shops graced the streets and balloons seemed to be the new oil. It seemed as if the entire town had become ageless and their inner child had taken over the 'adult' them.

Pretty soon, we crossed paths with a rally. Little children dressed as idols sat on a mini truck. Walking behind them were adults draped in traditional attire. But the most attractive feature of the rally was the "dhakis", who had a separate dress code of their own. The synchronous beating of the dhaks in unison reminded me of a quote by Jimi Hendrix, "Music is a safe kind of high".

We crossed the rally and headed towards our destination – the Sadarghat bridge. It has been a tradition to visit the river to welcome Ma Durga. Although I never understood the tradition, the excitement and the happy faces have always been a sight to behold. The bridge was filled with people.

My brother quoted, " I believe the bridge has reached its saturation point but somehow it keeps on welcoming more and more people". A nosy passerby replied," Ma re swagata janaite aisi. Sinta korio na bridge afne af shamlai laibo bhar"(We have come together to welcome Ma. Don't worry, the bridge will hold good). We burst into laughter and continued walking as a distant loudspeaker echoed

"Ya Devi Sarvabhuteshu  
Shakti Rupena Sanksthita"



# Serendipity

Sanchari Bhattacharyya

NIT Silchar

Dedicated to CE-A and ECE-H of UG-2020-24



It was the time when the City of Joy was bemoaning the loss of hundreds of its residents every single day. It was the time when the regular conversation appeared but an abrupt interval in a long unremitting dirge. When aspirations were fast sinking into an abyss of uncertainty, there I was – tossed between duty and despondency, – trying to find meaning in the mayhem.

Dear ones breathed their last, one after another, each in his isolated cocoon, and trudged on their forlorn last ride – unattended. Nearly desensitised by the rapid turn of events around me I started questioning my vocation. What is the role of formal education in the middle of this unprecedented crisis? Where is humanity in the practice of Humanities? How does the curriculum relate to the learners' lived reality? Is it just mechanistic reproduction of tradable knowledge for the thriving knowledge economy? Eliot's lines were hovering in my head:

Where is the Life we have lost in living?  
Where is the wisdom we have lost in knowledge?  
Where is the knowledge we have lost in information?

Could the classroom be reimagined in the form of a democratic, dialogic space for an unfettered exchange of ideas? Where is the teacher in the horde of professional trainers, groomers and instructors? Poised on the brink of a ruptured education system, is it possible to imagine a classroom that would encourage explorative creative thinking and critical enquiry in place of unquestioned allegiance and inert conformity?

Is it possible to slacken the authoritative-hierarchical-impositional-instructional mode of training for the sake of fostering a spirit of original thinking?

It was roughly when these questions became prominent in my mind, that a formal responsibility came my way (in Dec. 2020): three hours of 'online' language lab class every Friday for the next few months.

Aspiring engineers, virtual classroom, language laboratory – the very idea appeared bizarre and I was clueless. I embarked on the task as a disinclined "lab instructor" with my head full of unresolved questions about the social role of formal education in times of crisis. My screen was full of unfamiliar names and intimidating codes (scholar ids!) – a whole section of B.Tech. first year was here.

The journey began and I soon stopped playing the "instructor". Kudos to those dynamic young adults and their riveting insights, the next few months turned out a magical experience for me. Our weekly interactions, spritely discussions, brain-storming debates and formidable colloquiums only reinforced my faith in the creative potential of this generation. My authority was only symbolic for I had already become their co-learner. It was wonderful to see them growing from a passive hearer to an active listener, from compliance to confidence, from apathy to eagerness, and from a fluent talker to a prudent speaker. And then they were gone. The classes were over. I sensed a void. It was only in their absence that I realised that I was not only intellectually involved but also psychologically invested in the whole process. It was a rejuvenating experience every week in the midst of mounting morbidity. Their fresh new perspectives had cleared the miasma in my mind.

I found the answers I was looking for. Unknowingly, these neophytes translated my vision of an alternative classroom into reality, albeit in the hyper-real. The social role of education is to foster societal ethos, humane values, and a philosophy of life. Humanities as an academic praxis always had this long-term ideal at its core: the democratic and cultural well-being of the society at large. Probably this is why the popular model of 'profitable education' has rendered this praxis redundant. Between December 2020 and July 2021, every Friday was a fortunate stroke of serendipity for me.

We learned to be argumentative without being disrespectful. We could develop a sense of unanimity because we didn't strive for uniformity. We valued each other's opinions without being too judgemental because we didn't try to fit everybody in a homogenous category. For me, it was a journey from confusion to conviction – from a disinclined instructor to an engaged co-learner. My best wishes shall continue to adorn their path to success. I am grateful to them, on a personal level, for their brief but indispensable role in the making of a teacher.

## The Fantasy

Afsana Yasmin

NIT Silchar

At some point, there is something that brings an unknown smile to our face, a glaze at the folds on our forehead. Like the folk tales, there are twinkles within, there are slow tracks in the playlist, and there are hopes and insights of something beautiful around.

Imagine a day, a fine day with nothing great since the sunrise. The hands of the clock rotate at their own pace and your heart beats at its own rate. You are in a crowd, with no significance to your presence. Suddenly, there's a hustle around. Something attracts attention, not particularly yours but one and all. You are least interested in all that's going on, you just participate by being a part of the throng there. You take a routine check of all the people standing in front to be back to being an audience, but then all at once, you hear a voice, and you look up. You raise your eyelids and out of nowhere you look into a pair of eyes and remain intact.

People can call it a normal instance but the notes of his voice still strive hard on my earlobes, as they did the first time. When I looked at him, I didn't see his face, but all that captured me was his eyes. I lost myself in their depths, it was such a feeling where all the filmy demonstrations that I had heard since I was a child, seemed real. Yes, it was heavenly.

Those eyes with that grilling voice dried up my throat. I wanted to keep looking into his eyes so that my hack would be to recognize that part in any situation. Gradually, I dared to move my eyes to his whole face and I couldn't help but just stare at him. I had lost all thoughts of being noticed. The way he talked, the way he was standing in front of me, the way he conveyed each and everything, I can't feel more attracted to something else. There might be people around, with better profiles and vibes, but the vibe he showered didn't liberate me to date. He said out his name and those two words became a chant in my leisures.

He, after a while, moved out of the sight, yet I couldn't believe how I just felt. Maybe never had I been through this or somewhat differently at other times, but this one would be cherished for long and I was right. But sneaking out everywhere, I realised that you were way more cherished than my feelings were. But I always tried to stay around, probably just lurking for the presence and some symphony. Yes, your voice is my favourite melody. But this is just what a follower says, I just accepted it as your fortune to have been blessed with my fantasy, though you have no idea of it. My fantasy is to hold your hands and walk by the lanes, unseen by the crowd, my fantasy is to sit in front of you and look into your eyes till infinity to find at least a tinge of my existence in there, my fantasy is to tell you how I admire you. And you know what, you are my fantasy!



# The ‘Δt’...

Sangita Saiki  
NIT Silchar

Low and High tides of the sea  
Washing away your feet  
Seldom, some cold feet,  
Other times, calmness and still  
Let the flow come and go,  
You minimize the ‘Δt’ of the sorrow.  
The summit of the mountain  
Redefines the peak to climb;  
In the journey of leaps and bounds,  
Lament and anger may take the pace;  
Halt, but do not try to stop  
You minimize the ‘Δt’ and get to the top.



# Those Happy Days

Sudeshna Mozumder

NIT Silchar

The Cloudy day filled the sky,  
The rain is falling slowly;  
The melody of love was going to be heard,  
Floated in the love of that soil;  
Sitting under a tree,  
Children were singing to the tune of Baul;  
The birds were chirping,  
In that sweet tone;  
That Favourite sweet curd of Bengali's,  
Fish rice, Sandesh and various items;  
The Children wear colourful cloths,  
They enjoy the day with great joy;  
Falling leaves at the end of the year,  
Forget the old days;  
Make the dreams come true,  
With new Scents and new Melodies.





# Sketches



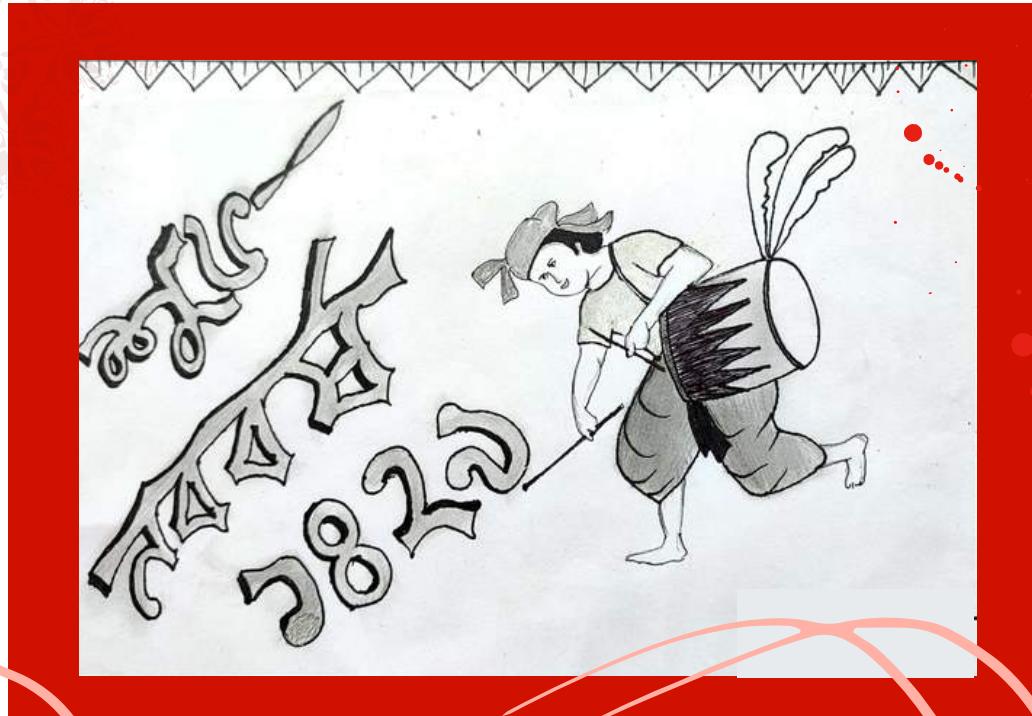
**Neha Payal**

*PhD student, Dept. of ECE*



**Arpita Karmakar**

*NIT Silchar*



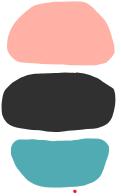
**Prashanta Roy Ayon**

*NIT Silchar*



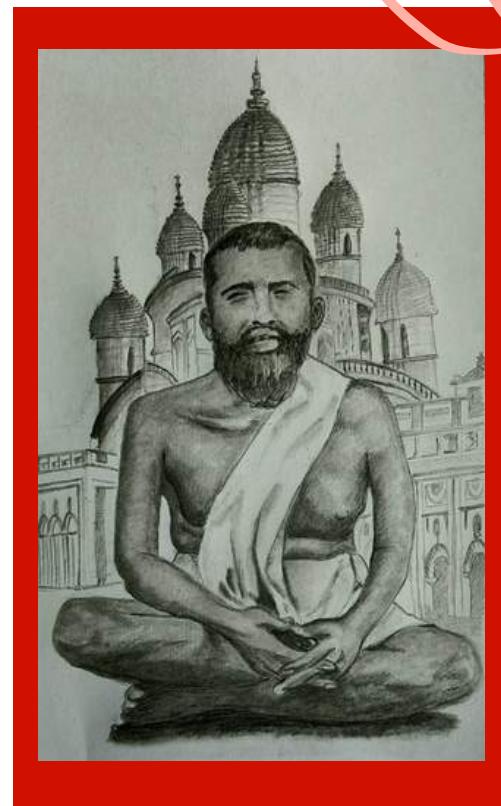
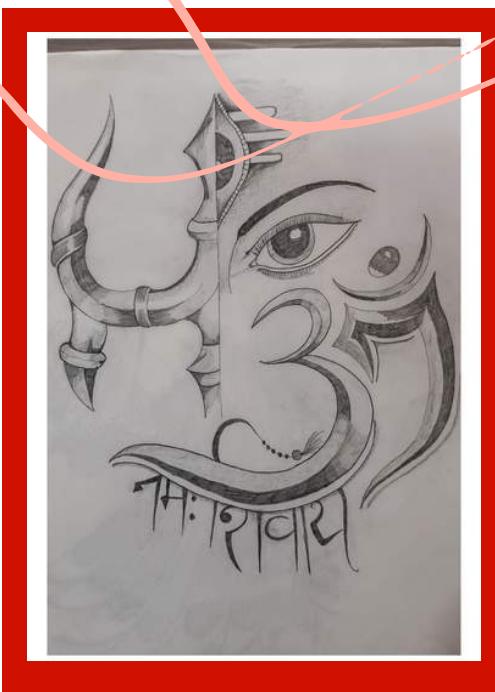
**Ornab Mutsuddi**

*NIT Silchar*



**Priyojit Paul**

*NIT Silchar*



**Abhinab Dey**

*NIT Silchar*

**Bibhas Naskar**

*NIT Silchar*



# Glimpses of the Past





# EDITORIAL TEAM



## CHIEF DESIGNER

Suramya Das



## CHIEF EDITOR

Deepjoy Dey



## CHIEF EDITOR

Nirmita Biswas



## SENIOR DESIGNER

Sayantan Das



## SENIOR DESIGNER

Debadipto Biswas



## SENIOR EDITOR

Gaurav Bhattacharjee



## SENIOR EDITOR

Prottay Adhikary



## SENIOR DESIGNER

Sharmistha Das



## JUNIOR EDITOR

ENGLISH

Sangeet Sarkar



## JUNIOR EDITOR

ENGLISH

Jyotishka Bhattacharjee



## JUNIOR DESIGNER

Diya Karmakar



## JUNIOR DESIGNER

Mudra Das



## JUNIOR EDITOR

BANGLA

Swarna Deb



## JUNIOR EDITOR

BANGLA

MD Jannatul Nayem



## JUNIOR DESIGNER

Shibham Debnath



## JUNIOR DESIGNER

Aniket Bose

একত্রন